আল্লাহর ভয়
নির্মল জীবনের পাথেয়

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

আমীমুল ইহসান
অনূদিত

লেখক পরিচিতি

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক বাইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তার 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। এ ছাড়াও তার কুরআন শরিফের শেষ দশ পারার তাফসির এবং ছয় খণ্ডে রচিত রিয়াজুস সালিহিনের ব্যাখ্যাগ্রন্থটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরজ

আরববিশ্বের খ্যাতনামা দায়ি ও লেখক ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের জনপ্রিয় সিরিজ (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!' আত্মশুদ্ধি ও অনুপ্রেরণামূলক এই সিরিজটির মূল উপকরণগুলো চয়ন করা হয়েছে সালাফে সালিহিনের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারার বিশাল সম্ভার থেকে। শাইখের রচনা পড়লেই বোঝা যায় জীবনের একটি বড় অংশ তিনি কাটিয়েছেন ইতিহাসের বিস্তৃত ময়দানে। অদম্য কৌতূহলে ঘুরে বেড়িয়েছেন সোনালি যুগের পথে-প্রান্তরে। সময়ের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে ফিরেছেন আলোর পাথেয়। সালাফের কর্মমুখর জীবনভান্ডার থেকে দুহাতে সংগ্রহ করেছেন মূল্যবান সব মণিমুক্তো। আর তা-ই দিয়ে তিনি থরে থরে সাজিয়ে তুলেছেন (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ) সিরিজ। তার উপস্থাপনার ভঙ্গিতে ঝরে পড়ে অফুরন্ত উদ্যম ও অনুপ্রেরণা। রচনার পরতে পরতে বারবার তিনি আহ্বান জানান মুসলিম তারুণ্যকে—তারা যেন উঠে আসে সালাফের অনুসৃত পথে; তাদের যৌবন যেন ব্যয়িত হয় উম্মাহর কল্যাণে।

এই সিরিজের বেশ কিছু বই অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন তাদের মুগ্ধতাভরা উপলব্ধির কথা—

বাস্তবজীবনে উপকৃত হওয়ার কথা। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে আমাদের প্রকাশনার এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রিয় পাঠক, এবার আমরা নিয়ে এসেছি আলোচ্য সিরিজের আরও একটি অসাধারণ উপহার—'আল্লাহর ভয় : নির্মল জীবনের পাথেয়।' মূল আরবি নাম : (اللّٰهُمَّ سلم)। বইটির আলোচ্য বিষয় : আল্লাহর ভয় ও আশা।

আল্লাহর ভয় ও আশা একটি পাখির দুটি ডানার মতো। এই দুটি ডানার ওপর ভর করেই মুমিন উড়ে যায় জান্নাত পানে। তাই তো সালাফগণ বলতেন, 'ভয় ও আশা এই দুইয়ের মাঝেই ইমান।' এই পুস্তিকাটিতে উঠে এসেছে আল্লাহর ভয় ও আশার প্রকৃত মর্ম, ভয় ও আশার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত।

সালাফের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থগুলোর আলোকে বইটিতে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে সোনালি যুগের সোনার মানুষদের ভয় ও আশার অনুপম দৃশ্য—তাদের ইমান ও আমলের আলো-ঝলমলে উপাখ্যান। আশা করি, এই বইটি আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে বিশুদ্ধ এক দৃষ্টিভঙ্গি দান করবে, যার মাধ্যমে আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনের সবগুলো কথা ও কাজকে বিচার করতে পারবেন—আপনি জান্নাতের পথে হাঁটছেন নাকি পথ ভুল করেছেন।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বইটিকে নিখুঁত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই পাঠক ভাইদের যেকোনো সুন্দর পরামর্শ, গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রামাণ্য সংশোধনী আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র আমলকে কবুল করেন; এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দেন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

আমীমুল ইহসান

২২ জুলাই, ২০২১ ইসায়ি

সূচিপত্র

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَمَّنَ الْخَائِفِيْنَ مِنْهُ وَجَعَلَ مَثْوَاهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

আমাদের বর্তমান সময়টা অবহেলা ও অলসতার—মিথ্যে আশা ও দীর্ঘসূত্রতার। তাই উভয় জাহানের কামিয়াবির জন্য এখন আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আল্লাহর ভয়। সময়ের এই অনিবার্য বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমরা সম্মানিত পাঠকদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاء) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!' সিরিজের দশম উপহার (اَللّٰهُمَّ سلم) 'আল্লাহর ভয় : নির্মল জীবনের পাথেয়' পুস্তিকাটি।

এই পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহভীতির ফজিলত সম্পর্কে, যা বান্দার মনে আমলের স্পৃহা এবং ইবাদতের উদ্যম সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে আমাদের সালাফের আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশার কিছু উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

মহান রব্বুল আলামিন আমাদের অন্তরে আল্লাহভীতি ও তাকওয়া দান করুন, যার মাধ্যমে আমরা কিয়ামতের দিনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি।

আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

প্রবেশিকা

মানুষের অন্তরজুড়ে আজ দীর্ঘ আশার একচ্ছত্র রাজত্ব। তুচ্ছ এই দুনিয়াকে ঘিরে তাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশার যেন কোনো শেষ নেই। ফলে নির্দ্বিধায় তারা লিপ্ত হচ্ছে হারাম কর্মকাণ্ডে। ইবাদতে তারা চরম উদাসীনতা প্রকাশ করছে। 'একদিন ভালো হয়ে যাব'—এই অজুহাতে তারা তাওবা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ক্ষণিকের এই সুখ ও শান্তির পেছনে তারা উন্মাদের মতো ছুটে চলছে। সামনে চিরস্থায়ী জীবনের যে বিভীষিকাময় শাস্তি অপেক্ষা করছে, সেদিকে তাদের কোনো খেয়াল নেই। ভয়হীন নির্বিকার জীবনযাপনে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। হাসি ও আনন্দই তাদের ধ্যানজ্ঞান—যেন তারা অনন্তকাল ধরে এই দুনিয়াতে বসবাস করবে।

তারা ভুলে বসেছে মহান সালাফের জীবনেতিহাস—যারা মৃত্যু, কবর ও জাহান্নামের ভয়ে সর্বদা অস্থির থাকতেন। তাদের সামনে যখন মৃত্যু ও আখিরাত নিয়ে আলোচনা হতো, তাদের অন্তর নরম হয়ে যেত; মন থেকে অবহেলা ও গাফিলতির চাদর সরে যেত—জেগে উঠত আমলের অদম্য স্পৃহা। ইবনুল মুবারক ﷬-এর কথাই ধরুন। তার সামনে যখন 'কিতাবুজ জুহদ' তথা দুনিয়াবিমুখতা নিয়ে আলোচনা করা হতো, তিনি সদ্য জবাইকৃত ষাঁড়ের মতো ছটফট করতেন—কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতেন।[১]

---

১. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২৭৮।

ভয় কী?

প্রিয় ভাই, ভয় হলো আসন্ন বিপদের জন্য অন্তরে একপ্রকার ব্যথা ও জ্বলন অনুভব করা।

যার অন্তরে ভবিষ্যতে বিপদে পড়ার ভয় থাকে, সে বিপদটি কাটিয়ে ওঠার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

যাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আছে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾

'যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।'[২]

কুরতুবি ﷺ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'আয়াতটির মর্ম হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়ে গুনাহ ছেড়ে দেয়।'[৩]

ইবনে কাসির ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়ে, তার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালার ভয়ে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত রাখে এবং রবের ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, সুরভিত জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।'[৪]

---

২. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ৪৬।

৩. আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন : ১৭/১৭৬।

৪. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/৪৬৯।

মুজাহিদ ও নাখয়ি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করেছে; কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহর কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর ভয়ে পিছু হটেছে—এমন ব্যক্তির কথাই এখানে বলা হয়েছে।'

মুহাম্মাদ বিন আলি তিরমিজি ﷺ বলেন, 'একটি উদ্যান আল্লাহকে ভয় পাওয়ার জন্য; আরেকটি প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করার জন্য।'

আল্লাহভীরুদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ

ইবাদতগুজার আল্লাহভীরু বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক অনুগ্রহ ও পুরস্কার রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ একটি অনুগ্রহের কথা তিনি হাদিসে কুদসিতে উল্লেখ করেছেন :

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِي أَبَدًا أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ؛ إِنْ هُوَ أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا؛ أَخَفْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي، وَإِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا؛ أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي

'আমার ইজ্জত ও জালালের কসম, আমি কখনো আমার বান্দার জন্য দুটি নিরাপত্তা ও দুটি ভীতি একত্রিত করব না। যদি সে দুনিয়াতে আমার ব্যাপারে নির্ভয় থাকে, তাহলে আমি তাকে কিয়ামত দিবসে ভীত-সন্ত্রস্ত করব।

আর যদি সে দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে, তাহলে আমি তাকে কিয়ামত দিবসে নিরাপত্তা দান করব।'[৫]

সাইয়িদুনা আনাস ﷺ বলেন, 'একদা রাসুল ﷺ আমাদের উদ্দেশে এমন এক খুতবা দিলেন, ইতিপূর্বে এমন খুতবা আমি কোনোদিন শুনিনি। তিনি বললেন :

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

"আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।"

এ কথা শুনে সাহাবিগণ মুখ ঢেকে নিলেন এবং গুনগুন করে কাঁদতে লাগলেন।'[৬]

দুনিয়াতে আল্লাহভীতির ফলাফল

যারা আল্লাহকে ভয় করে, দুনিয়াতেও তারা অনেক পুরস্কারে ভূষিত হবে।

আমির বিন কাইস ﷺ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ সকল বস্তুর মনে তার প্রতি ভয় ঢুকিয়ে দেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহ তার মনে সকল বস্তুর ভয় ঢুকিয়ে দেন।'

---

৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/৯৮।
৬. সহিহুল বুখারি : ৪৬২১, সহিহু মুসলিম : ৯০১।

আপনি সমাজে চোখ বুলিয়ে দেখুন না—আল্লাহভীরু বান্দারাই সমাজের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হন এবং সবাই তাদের কথাই মান্য করে। মানুষের মনে তাদের প্রতি ভয় ও সমীহ থাকে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর নাফরমানি করে এবং তাঁর বিধিনিষেধের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে, তারা মানুষের দৃষ্টিতে অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়। লজ্জা ও লাঞ্ছনার জালে তারা বন্দী হয়ে পড়ে।

এ ভয় সে ভয় নয়

কেউ কেউ আল্লাহকে ভয় করার ভয়কে সাধারণ ভয়ের সাথে মিলিয়ে ফেলে। তারা মনে করে, হিংস্র প্রাণী ও অত্যাচারীর প্রতি মানুষের মনে যে ভয় থাকে, আল্লাহভীতির ভয়ও ঠিক তা-ই। তাদের ধারণা অবাস্তব। যে ভয় সত্যিকারের মুমিনদের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে আল্লাহর শাস্তির ভয় ও তাঁর অনুগ্রহ ও ক্ষমার আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃত আল্লাহভীরু হওয়ার জন্য এই ভয়ই থাকতে হবে অন্তরে।

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ বলতেন, 'হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন, আমি কিয়ামত দিবস ব্যতীত অন্য কিছুকে ভয় পাই, তাহলে আমার সে ভয়কে গ্রহণ করবেন না।'[৭]

---

৭. তারিখুল খুলাফা : ২২৪ পৃ.।

ইয়াজিদ বিন হাওশাব ﵀ বলেন, 'আমি হাসান ও উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-এর মতো ভীত কোনো মানুষ দেখিনি। তাদের ভয় দেখে মনে হয়, জাহান্নাম বুঝি শুধু এই দুজনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।'

আব্দুর রহমান বিন হারিস বিন হিশাম ﵀ বলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন হানজালা ﵀ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি তাকে দেখতে গেলাম। সেখানে তার সামনে এক লোক তিলাওয়াত করলেন :

﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾

"তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং ওপর থেকে চাদর।"[৮]

শুনে তিনি এতটাই কাঁদলেন, আমার মনে হলো কাঁদতে কাঁদতে বুঝি তার প্রাণটাই বের হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, "তারা জাহান্নামের বিভিন্ন স্তরে উপনীত হবে।" এই বলে তিনি দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন বললেন, "হে আবু আব্দুর রহমান, বসে যান।" তিনি বললেন, "জাহান্নামের স্মরণ আমাকে বসতে দিচ্ছে না। আমি জানি না, আমিও তাদের একজন হব কি না।"'

---

৮. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৪১।

এই যে ভয় তাদের ছিল, এটাই প্রশংসিত ভয়। এ ভয় মানুষকে ইবাদত, আমল, দৃঢ়তা ও তাওবার দিকে ধাবিত করে। এটিই প্রকৃত ভয়।

সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ؓ একবার হুজাইফা ؓ-কে প্রশ্ন করেন, 'তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ কি মুনাফিকের তালিকায় আমার নাম বলেছেন?' হুজাইফা ؓ বললেন, 'না। আপনার পরে আর কারও ব্যাপারে আমি (নিফাক থেকে) পবিত্রতার ঘোষণা দেবো না।'[৯]

সুবহানাল্লাহ! যিনি এই ভয় পাচ্ছেন, তিনি হলেন আমিরুল মুমিনিন, হক-বাতিলের পার্থক্য নিরূপণকারী, দ্বিতীয় খলিফা ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির অন্যতম সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ؓ।

তাঁর ভয়ের মাত্রা এত বেশি ছিল যে, তিনি নিজের আংটির ওপর খোদাই করে লিখেছিলেন, 'হে উমর, মৃত্যুই উপদেশের জন্য যথেষ্ট।'[১০]

---

৯. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৭৯ পৃ.।
১০. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৭/১৪৭।

সকল অনিষ্টের মূল

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার, দীর্ঘ আশা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব সকল অনিষ্টের মূল। প্রবৃত্তি মানুষকে হক থেকে দূরে রাখে এবং দীর্ঘ আশা মানুষকে আখিরাতের কথা ভুলিয়ে দেয় এবং পরকালের প্রস্তুতিতে ব্যাহত করে।[১১]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো?—তখন তুমি চুপ থেকো। কেননা, যদি "হ্যাঁ" বলো, তবে তুমি মিথ্যাবাদী। আর যদি "না" বলো, তবে তুমি কাফির।'[১২]

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বলে; অথচ তারা সগিরা-কবিরা সব ধরনের গুনাহে লিপ্ত!

কোথায় হারিয়ে গেল আল্লাহভীতি!?

আখিরাত, কিয়ামত, হাশর ও মিজান নিয়ে চিন্তা-ফিকিরই বা কোথায়!?

প্রিয় ভাই আমার,

আবু সুলাইমান দারানি ﷺ-এর মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলে তার ছাত্ররা তাকে বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু রবের দরবারে যাচ্ছেন।' তখন

---

১১. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৩০ পৃ.।

১২. তাজকিয়াতুন নুফুস : ১১৭ পৃ.।

তিনি তাদের বললেন, 'বরং এভাবে বলো, "আপনি সেই রবের দরবারে যাচ্ছেন, যিনি সকল ছোট গুনাহের হিসাব নেবেন এবং বড় গুনাহের জন্য শাস্তি দেবেন।"'

আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'[১৩]

শুধু গুনাহকে ভয় পেলে চলবে না। অকল্যাণকর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ব্যাপারেও ভয় পেতে হবে।

আব্দুর রহমান বিন মাহদি ﷺ বলেন, 'একবার সুফইয়ান আমার কাছে রাত্রি যাপন করলেন। যন্ত্রণা বেড়ে গেলে তিনি কান্না শুরু করলেন। তখন তাকে এক লোক বললেন, "আপনি মনে হয় অধিক গুনাহের ভয়ে কাঁদছেন।" তখন তিনি মাটি থেকে কিছু একটা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম, আমার গুনাহ আমার কাছে এই বস্তুর চেয়েও তুচ্ছ। আমি ভয় পাচ্ছি মৃত্যুর পূর্বে ইমান চলে যাওয়ার।"'[১৪]

---

১৩. সুরা আল-জিলজাল, ৯৯ : ৭-৮।
১৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৫০।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾

'তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।'[১৫]

আমাদের সালাফগণ আফসোস ও লজ্জার এই কিয়ামতের দিনকে খুব বেশি ভয় পেতেন। যেদিনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ﴾

'যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত, আল্লাহর আজাব সুকঠিন।'[১৬]

হাসান ﷺ বলেন, 'সেই দিনটির ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যেদিন মানুষ পঞ্চাশ হাজার বছর পরিমাণ সময়

---

১৫. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩৭।
১৬. সুরা আল-হাজ, ২২ : ২।

ধরে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে? সেদিন তারা না পাবে কিছু খেতে, না পাবে পান করতে। এমনকি যখন তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যাবে এবং ক্ষুধার জ্বালায় পেটে জ্বলন সৃষ্টি হবে, তখন তাদেরকে (অপরাধীদেরকে) নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামে; তারপর পান করানো হবে জাহান্নামের ফুটন্ত নহরের ভীষণ গরম পানি।'[১৭]

উহাইব বিন ওয়ারদ ﵀ বলেন, 'আল্লাহভীতি হলো কোনো ঘরে অবস্থানরত একজন মানুষের মতো, যে ঘরটি তার মালিক যতদিন থাকে, ততদিন টিকে থাকে; আর যখনই মালিক সে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে অবস্থান করতে শুরু করে, তখন এই ঘরটি ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহভীতিও ঠিক তা-ই। যতক্ষণ কোনো শরীরে আল্লাহভীতি থাকে, ততক্ষণ শরীরটি ভালো থাকে। আর যখনই সেই শরীর থেকে আল্লাহভীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখনই তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে যখন মানুষের আসরে গমন করে, তখন মানুষ বলে, "লোকটি কত খারাপ!" কেউ যদি প্রশ্ন করে, "তাকে খারাপ বলার কী কারণ?" তখন তারা বলে, "কোনো কারণ দেখছি না, তবে কেন যেন লোকটাকে ভীষণ অপছন্দ হচ্ছে আমাদের!" এটা তার ভেতর থেকে আল্লাহভীতি চলে যাওয়ার কারণে হয়েছে।

---

১৭. আল-ইহইয়া : ৪/৫০০।

আর যখন তাদের মাঝে এমন কোনো মানুষ আসে, যার ভেতর আল্লাহভীতি আছে, তখন তারা বলে, "লোকটি কত ভালো!" কেউ যদি বলে, "তার মাঝে এমন কী গুণ তোমরা দেখতে পেলে?" তখন তারা বলে, "তেমন কোনো গুণ দেখছি না, তবে কেন যেন লোকটার প্রতি আমাদের মনে ভীষণ ভালোবাসা জন্মেছে।"'[১৮]

ইবনে উমর ﷺ-এর নিকট এক ভিক্ষুক আসলো। তিনি তার ছেলেকে বললেন, 'একে এক দিনার দাও।' সে চলে যাওয়ার পর ছেলে বললেন, 'আল্লাহ আপনার এই দান কবুল করুন।' তখন তিনি বললেন, 'যদি আমি জানতে পারতাম যে, আল্লাহ তাআলা আমার একটি সিজদা বা এক দিরহাম সদাকা কবুল করে নিয়েছেন, তবে মৃত্যুই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা কেবল তাকওয়াবানদের আমলই কবুল করে থাকেন।'

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾

'এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত ও কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।'[১৯]

---

১৮. ইবনে রজব রচিত আত-তাখওয়িফ মিনান নার : ৫ পৃ.।
১৯. সূরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৬০।

এই আয়াতের তাফসিরে হাসান رحمه الله বলেন, 'তারা নেক আমল যা করার সবই করেছেন; তবুও এ ভয়ে ভীত যে, এই আমল হয়তো তাদেরকে আল্লাহর আজাব থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না।'[২০]

এই যথার্থ ও উন্নত বোধের কারণেই হয়তো তিনি সব সময় চিন্তামগ্ন থাকতেন। ইউনুস বিন উবাইদুল্লাহ رحمه الله বলেন, 'আমি হাসান رحمه الله-এর চেয়ে অধিক ভাবুক কাউকে দেখিনি। তিনি বলতেন, "আমরা হেসে চলেছি; অথচ এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের আমলসমূহ দেখে ঘোষণা দিয়েছেন—আমি তোমাদের কোনো আমল কবুল করব না।"'

আল্লাহভীতি ধ্বংস ও পদস্খলন থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ। ফুজাইল رحمه الله বলেন, 'যার ভেতর আল্লাহভীতি আছে, সেই আল্লাহভীতি তাকে সকল ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।'[২১]

---

২০. আজ-জুহদ : ৪২০ পৃ.।
২১. আল-ইহইয়া : ৪/১৭০।

যে পরিমাণ আল্লাহভীতি থাকা ওয়াজিব

যে পরিমাণ আল্লাহভীতি ফরজসমূহ আদায় করতে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, সে পরিমাণ আল্লাহভীতি সবার মাঝে থাকা ওয়াজিব। এর অতিরিক্ত ভয় যা নফল আদায় করতে এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাকরুহ থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে এবং অপ্রয়োজনীয় মুবাহ কাজ করতে অনুৎসাহিত করে, তা উত্তম ও প্রশংসিত। যদি এর চেয়েও বেশি আল্লাহভীতি থাকে, যার কারণে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে বা মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়, অথবা এমন চিন্তিত হয়ে পড়ে যে, প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ অর্জন করা থেকেও সে বিরত থাকে—এমন আল্লাহভীতি থাকা ভালো নয়। শরিয়ত এই বাড়াবাড়িকে অপছন্দ করে।[২২]

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀-কে বলতে শুনেছি, "প্রশংসিত আল্লাহভীতি হলো, যা হারামে লিপ্ত হতে বাধা দেয়।"'[২৩]

একদা তাউস ﵀ জনৈক মাথাবিক্রেতার পাশ দিয়ে গেলেন। মাথাবিক্রেতা বাইরে মাথা বের করে রেখেছিল। তা দেখে তিনি মূর্ছা গেলেন। আর কোনোদিন তিনি ভুনা মাথা দেখতে পেলে সেদিন রাতে খাবার খেতেন না।[২৪]

---

২২. আত-তাখওয়িফ মিনান-নার : ৩৩ পৃ.।
২৩. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৫১৪।
২৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/৪, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৯/২৭২।

সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করে জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন; যেন এর মাধ্যমে তিনি বান্দাদের ভয় দেখাতে পারেন; যাতে তারা নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।'

যাদের মাঝে আল্লাহভীতি আছে, তারাই প্রকৃত দ্বীনদার, মুত্তাকি ও দুনিয়াবিমুখ।

কেননা, আল্লাহভীতি যাদের স্বভাবে পরিণত হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে যায়, তাদের কাছ থেকেই সৎকর্ম ও নেক আমল প্রকাশ পায়। এরাই প্রকৃত আল্লাহভীরু বান্দা, যাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছিলেন, 'ভয় নিয়ে যাদের হৃদয় আনন্দিত, চক্ষু যাদের অশ্রুসিক্ত; যারা বলে, "আমরা কীভাবে আনন্দিত হতে পারি; অথচ মৃত্যু আমাদের পেছনে, কবর আমাদের সামনে, কিয়ামত আমাদের প্রতিশ্রুত গন্তব্য, আমাদের রাস্তা হবে জাহান্নামের ওপর দিয়ে এবং আমাদের দাঁড়াতে হবে আল্লাহর সামনে!?"'[২৫]

প্রকৃত আল্লাহভীতি হলো, গোপন ও নির্জন মুহূর্তেও আল্লাহকে ভয় করা। যখন কোনো চোখ তোমাকে দেখতে পায় না, কোনো কান তোমাকে শুনতে পায় না, তখনও যদি তুমি আল্লাহকে ভয় পাও, তবেই তুমি প্রকৃত আল্লাহভীরু।

---

২৫. আল-ইহইয়া : ৪/১৯৪।

আনাস ﷺ-এর মুখে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা শোনো। তিনি বলেন, 'একদিন উমর বিন খাত্তাব ﷺ বের হলেন। তাঁর সাথে আমিও বের হলাম। একটি প্রাচীরবেষ্টিত বাগানে তিনি প্রবেশ করলেন। আমি দেয়ালের এপাশে আর তিনি ওপাশে। শুনলাম তিনি নিজেকে বলছেন, "আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব, একটা কথা ভালোভাবে জেনে নাও। আল্লাহর কসম, হয়তো তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, নতুবা তিনি তোমাকে আজাব দেবেন।"'[২৬]

একদিন মুআজ ﷺ খুব কাঁদলেন। তাঁকে বলা বলো, 'আপনি এত কাঁদলেন কেন?' তিনি বললেন, 'কারণ, আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে দুই দলে বিভক্ত করবেন। একদলকে জান্নাতে রাখবেন, আরেক দলকে নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামে। আর আমি জানি না, আমি কোন দলে থাকব!'[২৭]

মুসা বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমরা যখন সাওরি ﷺ-এর মজলিশে বসতাম, তখন তার ভয় ও অস্থিরতা দেখে মনে হতো, জাহান্নাম বুঝি আমাদের বেষ্টন করে রেখেছে।'[২৮]

---

২৬. মুহাসাবাতুন নাফস : ৩১ পৃ., ইমাম আহমাদ রচিত আজ-জুহদ : ১৭১ পৃ.।

২৭. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ২১ পৃ.।

২৮. আল-ইহইয়া : ৪/১৮১।

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'এক ব্যক্তি হাজার বছর পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। হায়, আমি যদি অন্তত সেই মানুষটি হতাম!'[২৯]

প্রিয় ভাই, এরাই হলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের আলোকবর্তিকা। সুতরাং তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করো।

শাকিক বিন ইবরাহিম ﷺ বলেন, 'বান্দার জন্য চিন্তা ও ভয়ের চেয়ে উত্তম কোনো বন্ধু হতে পারে না। চিন্তা বলতে স্বীয় গুনাহের চিন্তা আর ভয় বলতে শেষ ঠিকানা কোথায় হবে তার ভয়।'

আমির বিন কাইস ﷺ বলেন, 'দুনিয়াতে যে বেশি পেরেশান ও চিন্তাগ্রস্ত, আখিরাতে সে-ই সর্বাধিক আনন্দিত হবে। দুনিয়াতে যে বেশি কাঁদে, সে-ই আখিরাতে সবচেয়ে বেশি হাসবে। দুনিয়াতে যে সবচেয়ে বেশি চিন্তা-ফিকির করে, কিয়ামতের দিন তার ইমানই সবচেয়ে নিরেট সাব্যস্ত হবে।'

মুসলিম ভাই আমার, ভয় ও আশা—এ দুই স্তরের মাঝামাঝি থাকা চাই। অর্থাৎ আল্লাহর ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা।

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন আল্লাহর চেয়ে বেশি আর কাউকে ভয় করবে না।

---

২৯. আল-ইহইয়া : ৪/১৮১।

আর যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন আল্লাহ ব্যতীত আর কারও কাছে আশা করবে না।'[৩০]

সালিহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ বলেন, 'আমার পিতার জন্য কেউ দুআ করলে তিনি বলতেন, "সকল আমল তার শেষ অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।"'[৩১]

প্রিয় ভাই আমার, বান্দা দুই অবস্থায় আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়। এক. নামাজ পড়ার সময়। দুই. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। সুতরাং যে প্রথম অবস্থার হক যথাযথরূপে আদায় করবে, তার জন্য দ্বিতীয় অবস্থা সহজ হবে। আর যে প্রথম অবস্থার হক যথাযথ আদায় করবে না, দ্বিতীয় অবস্থা তার জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا - إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾

'রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে।'[৩২]

---

৩০. আল-আকিবাহ : ১৪৬ পৃ.।
৩১. আস-সিয়ার : ১১/২২৬।
৩২. সুরা আল-ইনসান, ৭৬ : ২৭-২৮।

শুমাইত বিন আজলান ﷺ তার প্রায় ওয়াজে বলতেন, 'মুমিন মনে মনে বলে, "এখানে তিনটি দিন আছে। গতকাল—যা তুমি অতিবাহিত করে এসেছ। আগামীকাল—যা তুমি নাও পেতে পারো। চলমান দিন—যা করার তোমাকে এই দিনেই করতে হবে। আগামীকালের আশা করে বসে থাকা যাবে না। আগামীকালের রিজিক নিয়ে চিন্তাও করতে হবে না। তোমাকে যদি আগামীকাল বাঁচিয়ে রাখা হয়, তবে তোমার আগামীকালের রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ অবশ্যই করবেন। আগামীকালের আগে যে এক রাত আর এক দিন আছে, এই সময়ে অনেকেই মারা যাবে। তুমিও তাদের একজন হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

শুধু আজকের দিনের চিন্তাই তোমার জন্য যথেষ্ট। যদি তুমি তোমার দুর্বল অন্তরের ওপর অনাগত বছর ও যুগসমূহের চিন্তার ভার তুলে দাও, মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাসের চিন্তা ঢুকিয়ে দাও, শীত আসার পূর্বে শীতের চিন্তা এবং গ্রীষ্মকাল আসার পূর্বে গরমের চিন্তার ভার তুলে দাও, তবে তোমার দুর্বল অন্তর আখিরাতের জন্য কিছু সঞ্চয় করার সময় কোথায় পাবে?

এসব করে তুমি কখন জান্নাত তলব করবে? জাহান্নাম থেকে পলায়ন করবেই বা কখন? প্রতিদিন একটু একটু করে তোমার জীবন শেষ হয়ে যায়; কিন্তু এ নিয়ে তোমার কোনো চিন্তাই নেই! তোমার জন্য যতটুকু যথেষ্ট, তা তোমাকে দান করা হয়েছে; কিন্তু তুমি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও বেশি অর্জন করার জন্য উঠে পড়ে লাগলে,

যা তোমাকে একসময় পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। তুমি অল্পতে সন্তুষ্ট নও আর বেশিতে পরিতৃপ্ত নও—এই তোমার অবস্থা।

এসব দেখে আমার ভীষণ আশ্চর্য হয়। একজন মানুষ অনন্ত জীবন আখিরাতকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও কীভাবে প্রতারণাময় পার্থিব জীবনের জন্য হাড়ভাঙা মেহনত করতে পারে!? আমার কাছে বিষয়টা ভারি অদ্ভুত লাগে।

প্রিয় ভাই আমার, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

আবু মুসহির ﷺ বলেন, 'আমি সাইদ বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-কে কোনোদিন হাসতে দেখিনি। মুচকি হাসতেও দেখিনি কখনো। আর তিনি কখনো কোনো বিষয়ের অভিযোগ করেননি।'

হাসান ﷺ-এর জনৈক শাগরিদ বলেন, 'আমরা হাসান ﷺ-এর মজলিশে বসতাম। সেখানে জাহান্নাম, কিয়ামত, আখিরাত, মৃত্যু এসবের আলোচনা ছাড়া আর কিছুই থাকত না।'[৩৩]

হাজ্জাজ একবার সাইদ বিন জুবাইর ﷺ-কে খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আমি শুনেছি, আপনি নাকি কখনো হাসেননি!' তিনি বললেন, 'কীভাবে হাসব; অথচ জাহান্নাম তেতে আছে আর শিকল নিয়ে তার প্রহরীরা প্রস্তুত!?'

---

৩৩. আল-আকিবাহ : ৩৯ পৃ.।

একদা হাসান ﷺ খুব করে কাঁদলেন। কান্নার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'আমি ভয় করছি, আগামীকাল আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[৩৪]

হায়, আমরা যারা গল্পগুজবে সময় নষ্ট করি, হাসি-ঠাট্টায় অবধারিত পরিণতি সম্পর্কে বেখবর হয়ে থাকি, তারা আসলাফের আদর্শ থেকে আজ কত দূরে!

প্রিয় ভাই আমার,

ইবনে আওন ﷺ বলেন, 'নিজের অধিক আমলের ওপর ভরসা কোরো না। কেননা তুমি জানো না, তা কবুল হয়েছে কি না। আর গুনাহের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকো না। কেননা তুমি জানো না, তা ক্ষমা করা হয়েছে কি না। তোমার ভালো-মন্দ সকল আমলের অবস্থা তোমার অজানা।'[৩৫]

হাসান ﷺ বলেন, 'আমি এমন কিছু মানুষকে দেখেছি, যারা পৃথিবীসম মাল সদাকা করলেও গুনাহের শাস্তি থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করতেন না।'[৩৬]

মূর্খ লোকেরা আল্লাহর ক্ষমা, মেহেরবানি ও দয়ার ওপর ভরসা করে থাকে। ফলে তারা আল্লাহর বিধিনিষেধের ধার

---

৩৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৩৩।
৩৫. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২১১ পৃ.।
৩৬. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২১১ পৃ.।

ধারে না। তারা ভুলে যায় যে, আল্লাহ দয়াবান হওয়ার পাশাপাশি কঠিন শাস্তিদাতাও বটে।

যারা আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে গুনাহের ওপর অটল থাকে, আল্লাহর নাফরমানদের মাঝে তাদের তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

মারুফ ﵀ বলেন, 'তুমি যার কথা মানো না, তার নিকট দয়ার আশা করা চরম বোকামি।'

জনৈক আলিম বলেন, 'মাত্র তিন[৩৭] দিরহাম চুরি করার অপরাধে যিনি তোমার হাত কর্তন করার শাস্তি দিয়েছেন, আখিরাতে তিনি এমন লঘু শাস্তিই দেবেন—এমনটি ভেবে নির্ভার থেকো না।'[৩৮]

সালাফের পথ ও আদর্শ থেকে আমরা কতটা দূরে সরে এসেছি, তা তাদের মজলিশের আলোচনার বিষয়বস্তু এবং আমাদের আসরের বিষয়বস্তু দেখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

---

৩৭. সর্বনিম্ন কতটুকু পরিমাণের সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হবে, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর মতে, সর্বনিম্ন দশ দিরহাম সমমূল্যের জিনিসপত্র চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। আর বর্তমানে দশ দিরহামে দুই ভরি সাত মাশা তথা আড়াই তোলার একটু বেশি রুপা হয়। আধুনিক পরিমাপে হয় ৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা। উল্লেখ্য, এ শাস্তি প্রয়োগের দায়িত্ব ইসলামি ভূখণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধানের; সাধারণ মানুষের এ অধিকার নেই যে, চুরির অপরাধে অন্যের হাত কেটে দেবে। (সূত্র : ইসলামি জীবনব্যবস্থা)

৩৮. আল-জাওয়াবুল কাফি : ২৬ পৃ.।

মুসা বিন মাসউদ ﵀ বলেন, 'আমরা যখন সাওরি ﵀-এর মজলিশে বসতাম, তখন তার ভয় ও অস্থিরতা দেখে মনে হতো, জাহান্নাম বুঝি আমাদের বেষ্টন করে রেখেছে।'[৩৯]

সুফইয়ান ﵀ যখন আখিরাতের আলোচনা করতেন, তখন রক্ত-প্রস্রাব করতেন!

বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, জুরারাহ বিন আওফা ﵀ লোকদের নিয়ে সকালে নামাজ পড়ছিলেন। যখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾

'যেদিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে।'[৪০]

তখন তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অতঃপর এই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়।[৪১]

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

কাঁদতে কাঁদতে বুদাইল বিন মাইসারা ﵀-এর চোখে ঘা হয়ে যায়। এই কারণে তাকে কেউ তিরস্কার করলে তিনি বলতেন, 'কিয়ামতের দিন দীর্ঘ তৃষ্ণার ভয়ে আমি কাঁদতে থাকি।'[৪২]

---

৩৯. আল-ইহইয়া : ৪/১৮১।

৪০. সুরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৮।

৪১. আল-ইহইয়া : ১৬৯ পৃ., আস-সিয়ার : ৪/৫১৬।

৪২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৬৫।

উমর বিন খাত্তাব ﷺ-এর অবস্থা দেখো। তিনি ভয় ও আশার মাঝামাঝি থাকতেন। তিনি বলতেন, 'যদি আসমান থেকে কোনো ঘোষণাকারী বলেন, "হে লোকেরা, কেবল একজন ব্যতীত তোমাদের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে"—আমি তখন ওই একজন হওয়ার ভয় করি। আর যদি ঘোষণা করেন, "হে লোকেরা, তোমাদের মধ্য থেকে একজন ব্যতীত বাকি সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে"—আমি ওই একজন হওয়ার আশা রাখি।'[৪৩]

উরওয়া ﷺ বলেন, 'প্রতিদিন সকালে আমি সর্বপ্রথম আয়িশা ﷺ-কে সালাম করতে যেতাম। একদিন গিয়ে দেখলাম, তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে এই আয়াতটি পড়ে যাচ্ছেন :

﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾

"অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।"[৪৪]

তিনি আয়াতটি বারবার পড়ছেন আর কেঁদে কেঁদে দুআ করছেন। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। পরে বিরক্ত হয়ে বাজারে চলে গেলাম। বাজার থেকে ফিরে দেখলাম, তিনি সেই আগের মতো নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন আর অনবরত কান্নাকাটি করে চলেছেন।'[৪৫]

---

৪৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/৩৫।
৪৪. সুরা আত-তুর, ৫২ : ২৭।
৪৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২২৯।

ইবরাহিম তাইমি ﷺ বলেন, 'আমাদের মসজিদে আমি আব্দুল্লাহ ﷺ-এর ষাটজন শিষ্যকে পেয়েছি। তাদের সর্বকনিষ্ঠ হলেন হারিস বিন সুওয়াইদ ﷺ। একদিন তাকে সুরা জিলজাল পড়তে শুনলাম। পড়তে পড়তে তিনি এই আয়াত পর্যন্ত আসলেন :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।"[৪৬]

তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। অতঃপর বললেন, "এই যে সকল সৎকর্ম ও মন্দকর্ম একত্রিত করার কথা এই সুরায় বলা হয়েছে, তা খুব ভীতিকর।"'[৪৭]

প্রিয় মুসলিম ভাই, সৃষ্টির পর থেকে আজ অবধি মানুষ সফরে আছে। জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করার আগে এই সফর থামবে না। বুদ্ধিমান বুঝে নেয়, সফরে কষ্ট ও ঝুঁকি থাকবেই। আর সফরে আরাম-আয়েশ ও স্বাদ-উপভোগ খোঁজা স্বভাবত অসম্ভব। এসব পাওয়া যাবে সফরের শেষে। এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, সফরের প্রতিটি পদক্ষেপ ও প্রতিটি মুহূর্ত চলমান, স্থির নয়। আর মুসাফির যখন সফর করে, তখন পাথেয় সংগ্রহে রাখা তার জন্য

৪৬. সুরা আল-জিলজাল, ৯৯ : ৭।
৪৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/১২৭।

আবশ্যক। মুসাফিরের কোনো বিরতি নেই, নেই কোনো বিশ্রাম ও ঘুম। শুধু যে পরিমাণ বিশ্রাম ও ঘুম সফরের শক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজন, ততটুকুই সে বিশ্রাম নেবে এবং ঘুমাবে।[৪৮]

জুনাইদ ﷺ বলেন, 'আমার বয়স যখন সাত বছর, একদিন আমি আস-সারি আস-সাকাতি ﷺ-এর সামনে খেলা করছিলাম। তখন সেখানে লোকজন "শোকর" সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আস-সারি আস-সাকাতি ﷺ আমাকে বললেন, "বেটা, তুমি কি জানো শোকর কী?" আমি বললাম, "আল্লাহর নিয়ামতের মাধ্যমে তাঁর নাফরমানি না করা।"'[৪৯]

প্রিয় ভাই, সালাফের একনিষ্ঠতা ও আল্লাহভীতির আরেকটি নমুনা নিয়ে চিন্তা করো।

ইউনুস বিন উবাইদ ﷺ বলেন, 'আমরা মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﷺ-কে তার মৃত্যুশয্যায় দেখতে গেলাম। তিনি বললেন, "আমার হাত-পা ধরে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন আমার ব্যাপারে মানুষ কী বলে, তা কোনো কাজে আসবে না আমার।"'[৫০]

---

৪৮. আল-ফাওয়ায়িদ : ২৪৫ পৃ.।
৪৯. আস-সিয়ার : ১৪/৬৮।
৫০. মুহাসাবাতুন নাফস : ৫১ পৃ.।

ইউনুস বিন উবাইদ ﷺ-এর ব্যাপারে কথিত আছে যে, তিনি (ফরজ ব্যতীত অতিরিক্ত) তেমন বেশি নামাজ-রোজা আদায় করতেন না; কিন্তু আল্লাহর যেকোনো হক সামনে আসলে তিনি তার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত থাকতেন।[৫১]

একবার উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-এর দৃষ্টি পড়ল বিবর্ণ চেহারার এক ব্যক্তির প্রতি। তাকে তিনি বললেন, 'তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন?' লোকটি উত্তর দিলেন, 'অসুখের কারণে, হে আমিরুল মুমিনিন।' উমর ﷺ প্রশ্নটি আরও তিনবার করলেন। লোকটিও একই উত্তর তিনবার দিলেন। অতঃপর উমর ﷺ বললেন, 'তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলি, "আমি দুনিয়ার মিষ্টতা অনুভব করেছি। ফলে আমার চোখে দুনিয়ার চাকচিক্য ও আনন্দ-উপভোগ তুচ্ছ হয়ে পড়েছে। এখানের স্বর্ণ ও পাথর আমার কাছে একসমান। আমি দেখতে পেয়েছি, মানুষ জান্নাতের দিকে যাচ্ছে; কিন্তু আমি ধরেছি জাহান্নামের পথ। তাই আমি রাতে নির্ঘুম থেকে ইবাদত করেছি। দিনের বেলায় তৃষ্ণা ও উপবাসে থেকেছি (রোজা রেখেছি)। তবুও আল্লাহর ক্ষমা ও শাস্তির সামনে এসব খুবই তুচ্ছ ও নগণ্য।"'[৫২]

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার, বান্দার প্রতিটি অঙ্গে আল্লাহর একটি নির্দেশ ও একটি নিষেধ রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রতিটি

---

৫১. আস-সিয়ার : ৬/২৯১।

৫২. আত-তাখওয়িফ মিনান-নার : ৪৪ পৃ.।

অঙ্গে রয়েছে একটি নিয়ামত ও উপকারিতা। সুতরাং বান্দা যখন কোনো অঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকে, তখন ওই অঙ্গের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয়ে যায়। ফলে সে ওই অঙ্গের উপকারিতা পূর্ণরূপে উপভোগ করতে সক্ষম হয়। আর যদি সে ওই অঙ্গে আল্লাহর বিধিনিষেধের পরোয়া না করে, তবে আল্লাহ তাআলা সেই অঙ্গের উপকারিতা অকার্যকর করে দেন। ফলে সেটা তার জন্য ব্যথা ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সময়ের প্রতিটি অংশে আল্লাহর প্রতি বান্দার দায়িত্ব রয়েছে, যা পালন করার মাধ্যমে সে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যায়, তাঁর নিকটবর্তী হয়। সুতরাং বান্দা যদি তার সময়কে দায়িত্ব পালনে ব্যয় করে, তাহলে সে আল্লাহর দিকে এগোয়। আর যদি সময়কে প্রবৃত্তির অনুগমন ও হেলায় কাটিয়ে দেয়, তাহলে সে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে বান্দা প্রতিটি মুহূর্তে হয়তো আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয় অথবা পিছিয়ে পড়ে। মাঝখানে স্থির থাকে না কখনো। আল্লাহ বলেন :

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾

'তোমাদের মধ্যে যে চায় অগ্রসর হতে অথবা পিছিয়ে থাকতে, তার জন্য।'[৫৩_৫৪]

---

৫৩. সুরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৩৭।
৫৪. আল-ফাওয়ায়িদ : ২৪৯ পৃ.।

বর্তমানে মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতির কোনো স্থান নেই। বরং তুচ্ছ দুনিয়া ও মিথ্যা আশার ছলনায় তারা প্রবঞ্চিত। ফলে তাদের মনে রহমত ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা নেই, নেই আল্লাহর ক্রোধ ও জাহান্নামের ভয়ও।

প্রিয় ভাই আমার, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

ইবনে আবি মুলাইকা ﵀ বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর ৩০ জন সাহাবিকে আমি পেয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে নিফাকের (মুনাফিক হওয়ার) ভয় করতেন।'[৫৫]

হাসান ﵀-কে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি কি নিজের ব্যাপারে নিফাকের আশঙ্কা করেন?' তিনি বললেন, 'যেখানে উমর ﵁-এর মতো ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নিফাকের আশঙ্কা করেছেন, সেখানে আমি কী করে নিরাপদ বোধ করতে পারি?'[৫৬]

মালিক বিন দিনার ﵀ মাঝেমধ্যে সারা রাত দাঁড়িয়ে থেকে দাড়িতে হাত বুলাতেন আর বলতেন, 'হে আমার রব, আপনিই জানেন, কে জান্নাতের অধিবাসী আর কে জাহান্নামের। জানি না, এ দুই আবাসের মধ্যে কোনটি মালিকের ঠিকানা?'[৫৭]

---

৫৫. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৭৯ পৃ.।
৫৬. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ২/৪৫১।
৫৭. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ৭০০ পৃ.।

জনৈক সালাফ রাতদিন কাঁদতে থাকতেন। তার কাছে এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলতেন, 'আমি ভয় পাই যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে গুনাহের ওপর দেখে বলবেন, "দূর হ আমার কাছ থেকে! আমি তোর প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট।"'[৫৮]

আমানত রক্ষা করা, হকসমূহ আদায় করে দেওয়া, জুলুম থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি গুণাবলি মুমিনদের মাঝে আল্লাহভীতি থাকার লক্ষণ। একদা উমর বিন খাত্তাব ﵁ মক্কা অভিমুখে সফর করছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর মাঝে তন্দ্রাভাব আসলে তিনি বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি করলেন। তখন তাঁর নিকট পাহাড় থেকে একজন রাখাল বের হয়ে এলেন। তিনি রাখালকে বললেন, 'ছাগলের এই পাল থেকে আমাকে একটি ছাগল বিক্রি করো।' রাখাল বললেন, 'আমি রাখালমাত্র, ছাগলপালের মালিক অন্য কেউ।' উমর ﵁ বললেন, 'একটা ছাগল আমাকে বিক্রি করো আর তোমার মালিককে বোলো, "তা বাঘে খেয়ে ফেলেছে।"' রাখাল বললেন, 'কিন্তু আল্লাহকে কী জবাব দেবো?' এ কথা শুনে উমর ﵁ কেঁদে ওঠেন। তারপর তিনি তার মালিকের কাছে গেলেন এবং তাকে কিনে আজাদ করে দিলেন। আর বললেন, 'তোমার এই কথা দুনিয়াতে তোমাকে মুক্ত করেছে। আশা করছি, আখিরাতেও তা তোমার মুক্তির কারণ হবে।'

---

৫৮. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৯১ পৃ.।

আমাদের বর্তমান সমাজে অন্যের হক মেরে খাওয়া এবং ওজনে কম দেওয়া প্রভৃতি যেসব মারাত্মক ব্যাধি প্রসার লাভ করেছে, তা লোকদের মাঝে আল্লাহভীতি ও তাঁর অস্তিত্বের অনুভব না থাকার কারণে হয়েছে। নাহলে, কিয়ামতের দিন ছোট-বড় সকল গুনাহের ব্যাপারে হিসাব নেওয়ার কথা জানা সত্ত্বেও কেউ তার জন্য প্রস্তুতি না নিয়ে কী করে থাকে?'

হাসান ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে আটকে রেখে বলবে, "তোমার ও আমার মাঝে বোঝাপড়া বাকি আছে।" আটক ব্যক্তি বলবে, "আমি তো তোমাকে চিনিও না।" সে বলবে, "তুমি আমার দেয়াল থেকে আমার অনুমতি ছাড়া মাটি নিয়েছিলে।" এভাবে আরেকজন এসে বলবে, "তুমি আমার কাপড় থেকে সুতা নিয়েছিলে।" এভাবে সকল পাওনাদার একের পর এক আসতে থাকবে। এ ধরনের বর্ণনা আল্লাহভীরুদের অন্তরকে ভীত ও প্রকম্পিত করে তোলে।'[৫৯]

প্রিয় মুসলিম ভাই, সফর তবেই শেষ হয়, যদি মুসাফির দৃঢ়পদে পথচলা অব্যাহত রাখে। মুসাফির যদি রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং সারা রাত ঘুমিয়ে কাটায়, তবে সে তার গন্তব্যে কীভাবে পৌঁছুবে?[৬০]

---

৫৯. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৬৯ পৃ.।
৬০. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৩১ পৃ.।

সুফইয়ান সাওরি ﵀ বলেন, 'আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তিনি কাবার পর্দা আঁকড়ে ধরে আছেন আর বলছেন, "হে আল্লাহ, আমাকে নিরাপদ রাখুন।" আমি তাকে বললাম, "কী হলো আপনার? আপনি কীসের ভয়ে এমন করছেন?" তিনি বললেন, "আমরা ছিলাম চার ভাই। আল্লাহর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে তাদের একজন খ্রিষ্টান, একজন ইহুদি, আরেকজন অগ্নিপূজক হয়ে গেছে। আল্লাহর ভয় ও তাঁর শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকার আশায় আমিই কেবল ইসলামের ওপর অটল আছি।"'[৬১]

উসমান বিন আবু দাহরাস ﵀ ফজরের সময় জাগ্রত হয়ে বলতেন, 'এখন আমি মানুষের সাথে চলাফেরা করব। জানি না, মানুষের সাথে চলাফেরা করতে গিয়ে নিজের ওপর কী কী অবিচার করে বসি।'[৬২]

হাকিম আবুল কাসিম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বস্তুকে ভয় করে, সে ওই বস্তু থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু আল্লাহকে যে ভয় করে, সে তাঁর নিকটবর্তী হয়।'[৬৩]

আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল ﵀-কে বলা হলো, 'আপনার জন্য কত মানুষ যে দুআ করে!' এ কথা শুনে

---

৬১. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৩৪ পৃ.।
৬২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২১৮।
৬৩. তাজকিয়াতুন নুফুস : ১১৭ পৃ.।

তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। আর বললেন, 'আমি ভয় পাই যে, এ সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসবে।'[৬৪]

প্রিয় মুসলিম ভাই, সর্বাধিক প্রবঞ্চিত ব্যক্তি হলো সে, যে দুনিয়া ও তার নগদ ফলাফল নিয়ে প্রবঞ্চিত। ফলে সে দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেয় এবং আখিরাতকে ছেড়ে দুনিয়াকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। এমনকি এ ধরনের কেউ কেউ বলে বসে, 'দুনিয়া নগদ, আখিরাত বাকি; আর বাকির চেয়ে নগদ ভালো।' আর কেউ কেউ বলে, 'নগদ বালিকণা বাকি মুক্তার চেয়ে উত্তম।'

আবার কেউ কেউ বলে, 'দুনিয়ার স্বাদ-উপভোগ সুনিশ্চিত; আখিরাতের স্বাদ-উপভোগ সংশয়পূর্ণ। তাই আমি সংশয়পূর্ণ বিষয়ের আশায় সুনিশ্চিত বিষয় ছাড়তে রাজি নই।'

এ সবই শয়তানের কুমন্ত্রণা ও সূক্ষ্ম হামলা। অবুঝ জন্তুরা এসব লোকের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। কেননা অবুঝ জন্তু কোনো বস্তুর দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা করলে তার ধারেকাছে যায় না। কিন্তু এসব লোক নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। ধ্বংসের প্রতি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি অবস্থান করা সত্ত্বেও।

এ ধরনের মানুষ যদি আল্লাহ, রাসুল, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও প্রতিদানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষ হয়,

---

৬৪. আল-ওয়ারা' : ১৫২ পৃ.।

তবে কিয়ামতের দিন তার আফসোস ও আক্ষেপ সবার চেয়ে বেশি এবং দীর্ঘ হবে। আর যদি অবিশ্বাসী হয়, তার ব্যাপারে কী আর বলব?[৬৫]

প্রিয় ভাই আমার, কখনো কি ভেবে দেখেছ, আগামীকাল মানুষ যখন দুই ঘরের (জান্নাত ও জাহান্নাম) কোনো একটিতে স্থানান্তরিত হবে, তখন তোমার স্থান কোন ঘরে হবে? এ বিষয়ের জন্য তুমি কি যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছ, যেমনটি দুনিয়াবি বিষয়ে আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখো!?

ইবরাহিম তাইমি ﷺ বলেন, 'যতবার আমি কাজের আগে কথা বলেছি, প্রতিবারেই এই আশঙ্কা করেছি যে, এই কথায় আমি মিথ্যুক সাব্যস্ত হব।'[৬৬]

গাজালি ﷺ ভয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'ভয় আসক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং স্বাদ-উপভোগকে রসহীন করে তোলে। ফলে যার মাঝে ভয় আছে, তার কাছে পছন্দনীয় গুনাহসমূহ অপছন্দনীয় হয়ে ওঠে। যেভাবে মধুপ্রেমী ব্যক্তির কাছে মধু অপছন্দনীয় হয়ে ওঠে, যখন সে জানতে পারে যে, মধুতে বিষ মেশানো আছে। তখন সে ভয় ও আশঙ্কায় নিজের চাহিদাকে জলাঞ্জলি দেয়। যার মাঝে ভয় আছে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুশীল ও ভদ্র হয়। অন্তর বিনম্র ও স্থির থাকে। অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষ তার মাঝে

---

৬৫. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৩৬ পৃ.।
৬৬. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৭৯ পৃ.।

থাকে না। ভয়ের কারণে সে সর্বদা চিন্তিত থাকে। পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে। ফলে সময়ের প্রতি অংশকে সে আল্লাহর ধ্যান, আত্মপর্যালোচনা এবং আখিরাতের জন্য চেষ্টা-মেহনতে ব্যয় করে।'[৬৭]

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-এর সহধর্মিনী ফাতিমা বিনতে আব্দুল্লাহ বিন মারওয়ান ﵀ বলেন, 'উমরের চেয়ে অধিক সালাত ও সওম আদায়কারী মানুষ থাকতে পারে; কিন্তু আল্লাহকে উমরের চেয়ে বেশি ভয় পায়, এমন মানুষ আমি দেখিনি। ইশার নামাজ আদায় করার পর তিনি মসজিদে বসে যেতেন। অতঃপর রবের দরবারে দুহাত তুলে একনাগাড়ে রোনাজারি করতে থাকতেন, যতক্ষণ না ঘুম তাঁর ওপর বিজয়ী হয়। কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর আবার উঠে যেতেন। আবার সেই আগের মতো দুহাত তুলে কাঁদতে থাকতেন, যতক্ষণ না ঘুম চোখদুটিকে বন্ধ করে দেয়।'[৬৮]

এটি সে ভয়, যা মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং পাপাচার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

জনৈক দার্শনিক বলেন, 'চিন্তা খানা থেকে বিরত রাখে আর ভয় গুনাহ থেকে বিরত রাখে। আকাঙ্ক্ষা ইবাদতে শক্তি জোগায় আর মৃত্যুর স্মরণ অহেতুক কাজ থেকে বিমুখ করে রাখে।'[৬৯]

---

৬৭. আল-ইহইয়া : ৪/১৬।

৬৮. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১২০।

৬৯. তাম্বিহুল গাফিলিন : ২/৪১৯।

যদি আল্লাহভীতি আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্যের কারণ হয়, সে আল্লাহভীতি আমাদের উদ্দিষ্ট নয়। কেননা,

﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।'[৭০]

জগতের সকল কিছুর ওপর ছেয়ে আছে আল্লাহর রহমত। তিনি পরম করুণাময়, মহান ক্ষমাশীল। মহা দানশীল, মেহেরবান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে ভয় করতে হয়। আখিরাতে গুনাহগার ও অপরাধীদের জন্য যে শাস্তি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তাকে ভয় পেতে হয়। যেন এ ভয় তাকে পাপাচার ও পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচায়। সাথে সাথে আল্লাহর রহমত এবং মুত্তাকি মুমিনদের জন্য তিনি যেসব সাওয়াব ও নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, তার প্রতি আশাও থাকতে হবে।

বর্তমান যুগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে গাফিলতির রোগ। দুনিয়ার চাকচিক্যে মজে গিয়ে আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য আমল না করার রোগ। এই রোগের চিকিৎসা হলো, মৃত্যুর স্মরণ, আখিরাতের স্মরণ; জান্নাত ও জাহান্নামের মুরাকাবা।

---

৭০. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮৭।

খেলাধুলা, হাসি-আনন্দ ও হেলায়-ফেলায় কেটে যায় আমাদের জীবন। আমাদের সালাফগণের জীবনও কি এভাবেই অতিবাহিত হতো? গাফিলতি ও শিথিলতায় তারাও কি ঠিক আমাদের মতোই ছিলেন?

ইবরাহিম বিন ইসা ﵀ বলেন, 'আমি হাসান ﵀-এর মতো অধিক চিন্তাগ্রস্ত আর কাউকে দেখিনি। যতবারই আমি তাকে দেখেছি, মনে হয়েছে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছেন।'[৭১]

আতা সুলাইমি ﵀ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে আলা বিন মুহাম্মাদ আলি ﵀ তাকে দেখতে গেলেন। তিনি আতা সুলাইমির স্ত্রী উম্মে জাফর ﵀-কে বললেন, 'আতার হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার কারণ কী?' তিনি বললেন, 'আমি উনুনে আগুন জ্বালালাম। তা দেখেই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেছেন।'[৭২]

প্রিয় ভাই আমার, তাদের আদর্শ থেকে আমরা আজ কত দূরে!?

সুলাইমান দারানি ﵀ বলেন, 'হাসান বিন সালিহ ﵀-এর মাঝে যে রকম ভয় আমি দেখেছি, তা আর কারোর মধ্যে দেখিনি। একরাতে কিয়ামুল লাইলে তিনি সুরা নাবা

---

৭১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৩৩।
৭২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩২২।

তিলাওয়াত করলেন। তিলাওয়াত শেষ হতেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন। ফজর পর্যন্ত এভাবেই তিনি পড়ে ছিলেন।'[৭৩]

إذا ما الليل أظلم كابدوه

فيسفر عنهم وهم ركوع

أطار الخوف نومهم فقاموا

وأهل الأمن في الدنيا هجوع

'রাত যখন আবৃত হয় আঁধারের চাদরে, ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা আমলের সংগ্রামে। রুকু অবস্থায় তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় সুবহে সাদিক। আল্লাহর ভয় কেড়ে নেয় তাদের ঘুম; তাই তারা দাঁড়িয়ে যায় ইবাদতে—যখন দুনিয়াবাসী থাকে নিদ্রামগ্ন।'[৭৪]

হে মিথ্যা আশায় প্রবঞ্চিত, ইবলিস একসময় সম্মানের অধিকারী ছিল। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশিত একটি সিজদা না করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানের আসন থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। অভিশাপ দিয়েছেন তাকে। আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত এক লোকমা খাবার খাওয়ার অপরাধে আদম ﷺ-কে তিনি জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। অবৈধ পাত্রে আঙুলের অগ্রভাগ পরিমাণ যৌনাঙ্গ ঢুকানোর

৭৩. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২১৬।

৭৪. উকুদুল লুলু ওয়াল মারজান : ২৭০ পৃ.।

অপরাধে জিনাকারীকে বীভৎস পদ্ধতিতে হত্যার আদেশ দিয়েছেন। অপবাদের একটি বাক্য উচ্চারণ করা কিংবা এক ফোঁটা মদ পান করার অপরাধে পিঠের ওপর কঠিন বেত্রাঘাতের বিধান প্রণয়ন করেছেন। মাত্র তিন[৭৫] দিরহাম চুরি করার অপরাধে শরীরের মূল্যবান একটি অঙ্গ কেটে ফেলা তাঁর নির্দেশ।

সুতরাং তোমার গুনাহের কারণে তিনি তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না—এমনটি মনে করে নির্ভার থাকার কোনো সুযোগ নেই।

﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾

'আল্লাহ তাআলা এই ধ্বংসের কোনো বিরূপ পরিণতির আশঙ্কা করেন না।'[৭৬]

একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে এক মহিলা জাহান্নামি হয়েছে। আর মানুষ অনেক সময় এমন কথা

---

৭৫. সর্বনিম্ন কতটুকু পরিমাণের সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হবে, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর মতে, সর্বনিম্ন দশ দিরহাম সমমূল্যের জিনিসপত্র চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। আর বর্তমানে দশ দিরহামে দুই ভরি সাত মাশা তথা আড়াই তো-লার একটু বেশি রুপা হয়। আধুনিক পরিমাপে হয় ৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা। উল্লেখ্য, এ শাস্তি প্রয়োগের দায়িত্ব ইসলামি ভূখণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধানের; সাধারণ মানুষের এ অধিকার নেই যে, চুরির অপরাধে অন্যের হাত কেটে দেবে। (সূত্র : ইসলামি জীবনব্যবস্থা)

৭৬. সুরা আশ-শামস, ৯১ : ১৫।

বলে ফেলে, যাকে সে তেমন গুরুতর মনে করে না; কিন্তু সেই কথা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে—যার ব্যাপ্তি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী বিস্তারসম। আবার কোনো ব্যক্তি ষাট বছর আল্লাহর ইবাদতে করে। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ত করার ক্ষেত্রে জুলুম করে বসে। ফলে খারাপ আমল নিয়ে তার মৃত্যু হয়। জাহান্নাম হয় তার ঠিকানা। কারণ, জীবন ও আমলের ভালো-মন্দ তার সর্বশেষ অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।[৭৭]

এ জন্যই সুফইয়ান ﵀ প্রায় সময় কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'আমি মৃত্যুর সময় ইমান হারিয়ে ফেলার ভয় করি।'[৭৮]

সালাফগণ দুনিয়াকে কেবল আখিরাতের রাস্তা হিসেবে নিতেন। দুনিয়ার সকল বিষয়ের সামনে তারা আখিরাতকে কল্পনা করতেন। এখানকার কোথাও দাঁড়ালে তারা কিয়ামতের দিবসে দাঁড়ানোর কথা ভাবতেন। এই বোধ ও মানসিকতাই তো হৃদয়ের জীবন।

রাবিয়া বিনতে ইসমাইল ﵀ বলেন, 'আমি যখনই আজান শুনি, তখনই কিয়ামতের ঘোষকের কথা আমার মনে পড়ে যায়। যখনই শিলাবৃষ্টি দেখি, তখনই আমলনামা ওড়ার কথা আমার স্মরণে আসে। আর পঙ্গপাল দেখলে আমার ভাবনায় হাশরের কথা চলে আসে।'

---

৭৭. আল-ফাওয়ায়িদ : ৮৩ পৃ.।
৭৮. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ৭০ পৃ.।

যাদের হৃদয় মজবুত ও নিষ্কলুষ ইমানের ধারক, তাদের হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনে আল্লাহভীতির ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে। প্রতি সেকেন্ডে তারা মৃত্যুর কথা স্মরণ করে। কিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করে। একটি দিন অতিবাহিত হলে তারা বিশ্বাস করে, হিসাব ও শাস্তির দিন একধাপ কাছে চলে এসেছে।

খালিদ বিন খিদাশ ﷺ বলেন, 'একবার আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব ﷺ-কে তারই রচিত বই (أهوال يوم القيامة) "কিয়ামতের ভয়াবহতা" পড়ে শোনানো হলো। তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর একটি কথাও তিনি বলেননি। এভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি মারা গেলেন। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।'[৭৯]

প্রিয় মুসলিম ভাই,

আল্লাহভীতি যতটা শক্তিশালী হয়, আল্লাহর ধ্যান, আত্মপর্যালোচনা ও আমলের মেহনত ততটা শক্তিশালী হয়। আল্লাহভীতিই অন্তরে এসবের তাড়না সৃষ্টি করে। আর আল্লাহভীতি ততটা শক্তিশালী হয়, যতটা আল্লাহর পরিচয়, তাঁর গুণ ও কর্মের পরিচয় এবং নিজের দোষত্রুটি ও সেসবের ভয়াবহ পরিণামের অনুভব অন্তরে শক্তিশালী হয়। আল্লাহভীতির সর্বনিম্ন স্তর হলো আমলে তার ছাপ

---

৭৯. আস-সিয়ার : ৯/২২৬।

পরিলক্ষিত হওয়া এবং হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা। এই স্তরের নাম (الوَرَع) 'পরহেজগারি'।

আল্লাহভীতি যদি এই স্তরের চেয়ে আরেকটু শক্তিশালী হয়, তখন বান্দা হারামের দিকে নিয়ে যায় এমন সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদিও বর্জন করে। এই স্তরের নাম তাকওয়া। তাকওয়া সংশয়যুক্ত বিষয় থেকে বিরত রাখে এবং সংশয়মুক্ত বিষয়ের পথে ধাবিত করে। আল্লাহভীতি এর চেয়ে আরও একটু উন্নত হলে তা বান্দাকে এমন সব মুবাহ বিষয় থেকেও বিরত রাখে, যাতে সাধারণত কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ক্ষতি হতে পারে এমন আশঙ্কা আছে। এটিকে বলে (الصدق في التقوى) 'তাকওয়ায় সত্যবাদিতা।' সুতরাং কেউ যদি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করে, সে এমন কোনো ঘর নির্মাণ করে না, যেটি তার বসবাসের কাজে আসবে না; এমন কোনো খাবার জমা করে না, যা সে খাবে না; দুনিয়ার প্রতি তাকায় না, কারণ দুনিয়াকে একসময় ছাড়তে হবে এবং জীবনের একটি ক্ষণও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যয় করে না—এটিই হলো 'তাকওয়ায় সত্যবাদিতা।' যার মাঝে এই গুণ আছে, তাকে বলা হয় 'সিদ্দিক।' 'তাকওয়ায় সত্যবাদিতা'র মধ্যে 'তাকওয়া' আছে। (الوَرَع) 'পরহেজগারি' তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পরহেজগারির মধ্যে 'ইফফাত' তথা নিষ্কলুষতাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, 'ইফফাত' বলা হয়, বিশেষভাবে কুপ্রবৃত্তির আসক্তি ও চাহিদা থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহভীতি প্রথমে ভালো কাজের উৎসাহ ও মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে। এর প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয় কুপ্রবৃত্তির আসক্তি দমনের মাধ্যমে। তাকে বলা হয় 'ইফফাত' বা নিষ্কলুষতা। এর ওপরের পর্যায়ের নাম হলো (الْوَرَعُ) বা 'পরহেজগারি'। এটি শুধু কুপ্রবৃত্তির আসক্তি থেকে বাধা দেয় তা নয়; বরং সকল প্রকার নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত রাখে। এর ওপরের স্তর হলো 'তাকওয়া'। কেননা, তা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি সংশয়পূর্ণ বিষয়াদি থেকেও বিরত রাখে। যাদের মাঝে পূর্ণরূপে তাকওয়া বিদ্যমান, তাকওয়ায় যারা সত্যবাদী, তাদেরকে 'সিদ্দিক' ও 'মুকাররাব' তথা আল্লাহর একান্ত নৈকট্যশীল অভিধায় অভিহিত করা যায়।[৮০]

ইয়াহইয়া বিন ফজল ﷬ বলেন, 'আমি এক ব্যক্তিকে মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ﷬-এর ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনলাম যে, এক রাতে তিনি নামাজ পড়ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি এত অধিক হারে কাঁদতে লাগলেন যে, তার পরিবারের লোকেরা ভীত হয়ে উঠল। তারা জিজ্ঞেস করল, "আপনার কান্নার কারণ কী?" তিনি কোনো প্রত্যুত্তর না করে একনাগাড়ে কাঁদতে থাকলেন। তখন তারা আবু হাজিম ﷬-এর নিকট লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে অবহিত করল। আবু হাজিম ﷬ তার কাছে আসলেন। তখনও তিনি

৮০. আল-ইহইয়া : ৪/১৬৪।

একনাগাড়ে কেঁদে চলেছেন। আবু হাজিম ﷺ বললেন, "ভাই, আপনি কেন এত কাঁদছেন? আপনার পরিবারের লোকেরা তো আপনার কান্না দেখে ভীত হয়ে পড়েছে!" তখন তিনি বললেন, "আমি কিরাআত পড়তে পড়তে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত পর্যন্ত আসলাম।" তিনি জানতে চাইলেন, "কোন আয়াত?" বললেন :

﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾

"তাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হবে, যা তারা কল্পনাও করেনি।"'[৮১]

বর্ণনাকারী বলেন, 'তখন আবু হাজিম ﷺ-ও কান্না জুড়ে দিলেন। তীব্র হয়ে উঠল তাদের দুজনের ক্রন্দন। তা দেখে পরিবারের এক লোক আবু হাজিম ﷺ-কে বললেন, "আপনাকে আমরা এনেছিলাম কান্না থামাতে; কিন্তু আপনি তো কান্না আরও বাড়িয়ে দিলেন!"'

বর্ণনাকারী বলেন, 'অতঃপর তিনি তাদের কান্নার কারণ বলে দিলেন পরিবারের লোকদেরকে।'[৮২]

وما شاب رأسي عن سنين تتابعت
على ولكن شيبتني الوقائع

---

৮১. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৪৭।
৮২. শাজারাতুজ জাহাব : ১১৮ পৃ.।

'বয়স বেড়ে যাওয়ার কারণে আমার চুলে পাকন ধরেনি, কিয়ামতের কঠিন অবস্থার বিবরণই আমার চুল সাদা করে ফেলেছে।'[৮৩]

হাসসান বিন আবু সিনান ﷺ-এর অসুস্থতার সময় কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ভালো, যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাই।'[৮৪]

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ ﷺ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নসিহত করেছেন। স্বচ্ছ মুক্তোদানার মতো অমূল্য এই নসিহত। তিনি বলেন, 'তোমরা নেক আমল করতে থাকো। যদি আল্লাহ তাআলা আমাদের আশা অনুযায়ী আমাদের প্রতি রহম করেন, আমাদের ক্ষমা করেন, তাহলে আমল আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। আর যদি এর উল্টো হয়—যেমনটা হওয়ার আমরা ভয় করি, তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে না, "হে আমাদের রব, আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে ফেরত পাঠান। আমরা সৎকাজ করব। পূর্বে যা করতাম, তা করব না।" বরং আমাদের বলতে হবে, "আমরা আমল করেছি; কিন্তু সে আমল আমাদের কোনো উপকার করেনি।"'[৮৫]

---

৮৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/১৪১, আস-সিয়ার : ৫/৩৫৫।
৮৪. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১০১ পৃ.।
৮৫. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২৮৩ পৃ.।

قد كنت ميتا فصرت حيا *** وعن قليل تصير ميتا

بنيت بدار الفناء بيتا *** فابن لدار البقاء بيتا

'তুমি মৃত ছিলে। এখন তুমি জীবিত; কিন্তু অচিরেই তুমি আবার মৃত হয়ে যাবে। নশ্বর দুনিয়াতে থাকার জন্য তুমি একটি বাড়ি নির্মাণ করেছ। এবার অবিনশ্বর আখিরাতের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করো।'[৮৬]

তাদের হৃদয়সমূহ আল্লাহর ইবাদতে আবাদ ছিল। চক্ষুগুলো ছিল ভয় ও আশায় অশ্রুসজল। আল্লাহর রহমতের আশা এবং আজাবের ভয়ে তাদের বিগলিত অশ্রুধারাই তাদের জান্নাতের পথকে সুগম করেছিল।

আবু সুলাইমান দারানি ﷺ বলেন, 'যে অন্তর থেকে আল্লাহভীতি বিদায় নেয়, সে অন্তর বরবাদ হয়ে যায়।'[৮৭]

সুতরাং হে প্রিয় ভাই, তোমার অন্তরের সাথে আবু সুলাইমান দারানি ﷺ-এর এই কথাকে মিলিয়ে দেখো। দেখো, তোমার অন্তরে আল্লাহভীতি কতটুকু আছে।

ভাই আমার,

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, আখিরাতে কামিয়াব হতে চায়, সে যেন তার অন্তরকে সব সময় লক্ষ্য অর্জনের

---

৮৬. দিওয়ানুল ইমাম আলি : ৫২ পৃ.।
৮৭. আল-ইহইয়া : ৪/১৭০।

পথে অবিচল রাখে; জিহ্বাকে বেহুদা কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে—আল্লাহর জিকির ও ইমান-জাগানিয়া আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে এবং প্রবৃত্তির আনুগত্য থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ওয়াজিব ও মুসতাহাব আমলগুলো মনোযোগ সহকারে আদায় করে। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত এইভাবে জীবনযাপন করে।[৮৮]

একবার সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ﷺ কাঁদলেন। তাঁর কান্না দেখে তাঁর স্ত্রীও কাঁদলেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?' তিনি বললেন, 'আপনাকে কাঁদতে দেখেছি; তাই আমিও কাঁদছি।' তিনি বললেন, 'আমাকে জানানো হয়েছে যে, আমি আখিরাতে পরীক্ষার সম্মুখীন হব; কিন্তু সফল হতে পারব কি না, সে ব্যাপারে আমাকে জানানো হয়নি।'[৮৯]

তাইমি ﷺ বলেন, 'মৃত্যু ও আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় আমার অন্তর থেকে দুনিয়ার হাসি-আনন্দ কেড়ে নিয়েছে।'[৯০]

কথিত আছে, 'আবু উবাইদা খাওয়াস ﷺ চল্লিশ বছর পর্যন্ত না হেসে ছিলেন। এবং আল্লাহর প্রতি লজ্জাবশত চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসমানের দিকে মুখ তুলে তাকাননি।'

---

৮৮. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৩১ পৃ.।
৮৯. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ২৯৪ পৃ.।
৯০. কুরতুবি ﷺ রচিত আত-তাজকিরাহ : ১০ পৃ.।

হাফস বিন গিয়াস ﷺ বলেন, 'একদিন আমরা ইবনে জার ﷺ-এর আলোচনা শুনছিলাম। আলোচনার একপর্যায়ে তিনি কিয়ামতের কম্পন ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন বনু ইজল গোত্রের ওয়ারিদ নামে পরিচিত এক ব্যক্তি লাফিয়ে উঠলেন। তিনি অস্থির হয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ তাকে মৃগীরোগী বলে ধারণা করলেন। তখন ইবনে জার ﷺ বললেন, "তিনি অন্তরে এমন আঘাত পেয়েছেন; অথচ আমরা পাইনি কেন? তিনি কেঁদেছেন আমরা কাঁদিনি কেন? আল্লাহর কসম, হে বনু ইজলের ভাই, আপনার কলবের স্বচ্ছতা ও আমাদের অন্তরের কদর্যতার কারণেই এই পার্থক্য তৈরি হয়েছে।"'[৯১]

মিথ্যা আশা, অলীক স্বপ্ন ও আগামীতে ভালো হয়ে যাওয়ার দীর্ঘ আশা আমাদের দুর্বল অন্তরসমূহের মরিচা। এসবই আমাদেরকে গাফিল করে রেখেছে। নয়তো প্রতিদিনই আমরা মৃত্যুর কথা শুনি, আমাদের কানে প্রতিদিন বাজে আখিরাতের নসিহত; কিন্তু হৃদয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। আগের মতোই আমরা গাফিলতির চাদর মুড়িয়ে বেঘোরে ঘুমাই। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, 'যদি না ঘুমানো সম্ভবপর হতো, তবে আমি কখনো ঘুমাতাম না। কারণ ঘুমন্ত অবস্থায়

---

৯১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৬১।

আমার ওপর আজাব চলে আসতে পারে। আমার কাছে যদি বেশ বড় সংখ্যক একটি সাহায্যকারী দল থাকত, আমি পৃথিবীর আনাচে কানাচে তাদের ছড়িয়ে দিতাম; যেন তারা সারা পৃথিবীতে ঘোষণা করে, "হে লোকেরা, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো।"'[৯২]

আল্লাহভীতির সময়সীমা

মুআজ বিন জাবাল ﵁ বলেন, 'মুমিন কখনো নির্ভয়ে থাকতে পারে না, যতক্ষণ না সে জাহান্নামের পুল অতিক্রম করে যায়।'

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার, মানুষ যদি দুনিয়ার সম্পদ পেয়ে ধনী হয়ে থাকে, তুমি আল্লাহকে পেয়ে ধনী হও। তারা যদি দুনিয়াকে নিয়ে আনন্দিত হয়, তুমি আল্লাহকে নিয়ে আনন্দিত হও। তারা যদি বন্ধুদের সাথে স্বস্তি অনুভব করে, তুমি আল্লাহর সাথে স্বস্তি অনুভব করো। তারা যদি সম্মান ও মর্যাদা লাভের জন্য রাজা-বাদশাহদের সাথে পরিচিত হয়, তাদের নৈকট্য অর্জন করে, তবে তুমি আল্লাহর সাথে পরিচিত হও, তাঁর ভালোবাসা অর্জন করো, তুমিই হবে প্রকৃত মর্যাদাবান।[৯৩]

---

৯২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৩৯৬।
৯৩. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৫২ পৃ.।

সাহল বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দুনিয়াতে যার চলার পথ সূক্ষ্ম ও জটিল হয়, আখিরাতে তার পথ প্রশস্ত ও সহজ হবে। আর দুনিয়াতে যার পথ প্রশস্ত ও সহজ হয়, আখিরাতে তার পথ সূক্ষ্ম ও জটিল হবে।'[৯৪]

একজন মুসলিমের অন্তর দুটি বস্তুর মাঝামাঝি অবস্থান করে : ভয় ও আশা। তার চোখদুটোকে অশ্রুসিক্ত রাখার জন্য এই দুটিই যথেষ্ট।

হাসান ﷺ বলেন, 'আশা ও ভয়—এ দুটি মুমিনের বাহন।'

সুতরাং ভয় ও আশার মাঝে সমন্বয় রাখা বাঞ্ছনীয়। তুলনামূলক ভয় বেশি থাকা ভালো। তবে তা মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে। মৃত্যুর সময় ভয়ের চেয়ে আশা ও আল্লাহর প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করা ভালো। কেননা, ভয় হলো আমলের তাড়না সৃষ্টিকারী। আর মৃত্যুপথযাত্রীর আমলের সময় যেহেতু শেষ হয়ে এসেছে, তাই আমলের তাড়না সৃষ্টিকারীর প্রয়োজনও তার নেই। এখন ভয় পেলে উল্টো হিতে বিপরীত হতে পারে। ভয় তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ করে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

পক্ষান্তরে আশা এমন সময়ে তার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করবে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে। আর মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রেখেই দুনিয়া থেকে

---

৯৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/৬৪।

বিদায় নেওয়া উচিত। যেন সে আল্লাহর সাক্ষাৎপ্রেমীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেননা, যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে ভালোবাসেন। এই যে ভালোবাসা, তা সৃষ্টি হয় আশার মাধ্যমে। মানুষ তাকেই ভালোবাসে, যার দয়ার আশা করে।[৯৫]

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'অতিমাত্রার আল্লাহভীতি—যা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে তোলে—তা নিন্দনীয়। বরং এটা আল্লাহর প্রতি বেয়াদবির শামিল। এতে তিনি রাগান্বিত হন।'[৯৬]

আবু উবাইদা খাওয়াস ﵀ মুনাজাতে বলতেন, 'আমার বয়স বেড়ে গেছে, শরীর শক্তিহীন হয়ে পড়েছে, হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই আমাকে আজাদ করে দিন।'[৯৭]

যাদের মাঝে ভয় ও আশা উভয়টিই বিদ্যমান, পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তাআলা তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন নবিদের ব্যাপারে এসেছে :

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾

---

৯৫. আল-ইহইয়া : ৪/১৭৪।
৯৬. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৪২।
৯৭. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১১১ পৃ.।

'তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।'[৯৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'প্রকৃত ভয় অবশ্যই আশাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যদি না করে, তাহলে সেটা ভয় নয়; বরং নিরাশা। অনুরূপভাবে প্রকৃত আশার সাথে অবশ্যই ভয় থাকে। যদি না থাকে, তাহলে সেটা আশা নয়; বরং অলীক স্বপ্ন। সুতরাং যাদের মাঝে আল্লাহর প্রতি ভয় ও তাঁর নিকট আশা—উভয়টিই যথাযথরূপে আছে, তারাই আহলে ইলম, আল্লাহ তাআলা যাদের প্রশংসা করেছেন।

আবু সুলাইমান দারানি ﷺ বলেন, 'দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণের মূল হলো আল্লাহভীতি। যে হৃদয়ে আল্লাহভীতি নেই, সেটি বরবাদ হয়ে গেছে।'[৯৯]

সাবিত বুনানি ﷺ-এর চোখে একবার অসুখ হলো। ডাক্তার তাকে বললেন, 'আমাকে একটি কাজ ছাড়ার নিশ্চয়তা দিন, আপনার চোখ ভালো হয়ে যাবে।' তিনি বললেন, 'কী সেটা?' ডাক্তার বললেন, 'কাঁদবেন না।' তিনি বললেন, 'যে চোখ কাঁদে না, সে চোখ ভালো হয়ে কী লাভ?'[১০০]

---

৯৮. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৯০।
৯৯. আল-ইহইয়া : ৪/১৫৯।
১০০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৬২।

হাসান ﷺ বলতেন, 'আল্লাহর ভয়ে যে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে হারাম করে দেন। অশ্রু যদি গালের ওপর গড়িয়ে পড়ে, সেই চেহারাকে মলিনতা কিংবা অপমান স্পর্শ করবে না। প্রত্যেক আমলের নির্দিষ্ট একটি ওজন ও সাওয়াব রয়েছে; কিন্তু আল্লাহর ভয়ে বিসর্জিত অশ্রুর নির্ধারিত কোনো ওজন ও সাওয়াব নেই। বরং তা জাহান্নামের আগুনকে নিভিয়ে দেবে। যদি কোনো জাতির মধ্যে কেবল একজন ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্না করে, তাহলে আমি আশা করি, তার কান্নার কারণে আল্লাহ তাআলা গোটা জাতির ওপর রহম করবেন।'[১০১]

আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর রহম করুন এবং আমাদের হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করে দিন। সালাফের সেই অশ্রু আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাদের মতো তাওবাও আজ নেই আমাদের মাঝে। অথচ রহমত ও ক্ষমার প্রতি আমরাই সর্বাধিক মুখাপেক্ষী।

দ্বিতীয় খলিফা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি উমর বিন খাত্তাব ﷺ-এর চেহারায় দুটি কালো দাগ ছিল। অত্যধিক কাঁদার কারণেই এই দাগদুটি সৃষ্টি হয়েছিল।[১০২]

প্রিয় মুসলিম ভাই, চোখের পানির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। এই ব্যাপারেও জবাবদিহিতার জন্য দাঁড়াতে হবে।

---

১০১. হাসান বসরি ﷺ রচিত আজ-জুহদ : ৯৯ পৃ.।
১০২. বাইহাকি ﷺ রচিত আজ-জুহদ : ৬৭৮ পৃ.।

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'কান্নার দশটি অংশ আছে : এক অংশ আল্লাহর জন্য, বাকি নয় অংশ গাইরুল্লাহর জন্য। নির্ভেজাল আল্লাহর জন্য যে অংশ, তা যদি বছরে একবারও পাওয়া যায়, তাও অনেক।

সত্যিকারের চোখের পানি ও ধারাবাহিক প্রবহমান অশ্রুধারা সত্য তাওবা ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আলামত। অধিকাংশ ইবাদতের তাওফিকপ্রাপ্ত বান্দা নম্র ও আল্লাহভীরু হয়। তাদের অন্তর নরম হয়। স্বভাব-প্রকৃতি স্পর্শকাতর হয়। যেকোনো হক কথা তাদের মনে দাগ কাটে। কুরআনের আয়াত শুনে তাদের চোখ ফেটে অশ্রু বের হয়। তাই তো তারা পূর্ণ আগ্রহ ও ভালোবাসা নিয়ে রবের ইবাদতে লিপ্ত থাকে। ইবাদতের উর্বর সময়সমূহ এবং রহমত অবতরণের মুহূর্তগুলোর সদ্ব্যবহার করে। দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আখিরাতের প্রতি ধাবিত হয়। রাসুল ﷺ ও পুণ্যাত্মা সাহাবিদের নির্দেশিত পথে অটল থাকে।

হাসান ﷺ বলেন, 'জেনে রাখো, তোমার আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি তবেই সত্য প্রমাণিত হবে, যদি তুমি তাঁর ইবাদতকে ভালোবাসো।'[১০৩]

মুহাম্মাদ বিন মুসাইয়িব ﷺ হাদিসের পাঠদান করতেন। যখন তিনি বলতেন 'রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তখন

---

১০৩. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ৯২ পৃ.।

এত কাঁদতেন যে, তার প্রতি ছাত্রদের মনে করুণা হতো।[১০৪]

উমর বিন খাত্তাব ﷺ সুরা তুর তিলাওয়াত করছিলেন। পড়তে পড়তে তিনি এই আয়াত পর্যন্ত আসলেন,

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾

'নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।'[১০৫]

এই আয়াতটি পড়েই তিনি কেঁদে ফেলেন। এমনকি কাঁদতে কাঁদতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন—লোকজন তাঁকে দেখতে এল।[১০৬]

নেককার লোকেরা দুনিয়ার সময় শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় করতেন এবং হায়াতের জন্য ক্রন্দন করতেন। কেননা, দুনিয়া হলো আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের স্থান।

একবার জনৈক আল্লাহর বান্দা ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাকে বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'রোজাদাররা রোজা রেখে চলেছেন, আমি তাদের মধ্যে নেই; জিকিরকারীরা জিকির করছেন, আমি তাদের মধ্যে নেই; নামাজিরা নামাজ পড়ছেন, আমি তাদের মধ্যে নেই—এ কারণেই আমি কাঁদছি।'[১০৭]

---

১০৪. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ৩/৭৯০।
১০৫. সুরা আত-তুর, ৫২ : ৭।
১০৬. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৭৭ পৃ.।
১০৭. আত-তাবসিরাহ : ১/২১৮।

আবু ইয়াকুব নাহরাজুরি ﷺ বলেন, 'কেউ আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে—কিন্তু তার আমল তার দাবির পক্ষে কথা বলে না, তার দাবি ভিত্তিহীন, বাতিল।'[১০৮]

আমাদের দাবিও এমন নয় কি?

আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় কাছে চলে এসেছে। এখন আমরা আমলের স্থানে অবস্থান করছি। অল্পক্ষণ পরেই চলে যাব প্রতিদানের স্থানে। তাই এখনই সময়, গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে তাওবা করার, ফেলে আসা দিনগুলোর জন্য আফসোস করার এবং হাতে থাকা সময়গুলো কাজে লাগাবার।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ ﷺ বলেন, 'যে শুধু ভয় নিয়ে ইবাদত করে, সে চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত হয়। যে শুধু আশা নিয়ে ইবাদত করে, সে প্রবঞ্চনার মরুভূমিতে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো ঘোরে। আর যে ভয় ও আশা উভয়টি নিয়ে ইবাদত করে, সে সরল পথের ওপর অবিচল থাকে।'[১০৯]

মুসলিমের কলবে অশ্রুজল আশ্চর্য প্রভাব সৃষ্টি করে। তাওবাকারীর পাপের আগুন নিমিষেই মিটিয়ে দেয় তার অশ্রুজল। ধ্বংসের চিহ্নটুকুও মুছে দেয়। পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি যেমন, তাওবাকারীর জন্য অশ্রুও ঠিক তেমনই—গাফিলতির ঘুম ভেঙে দেয় এবং রাস্তা আলোকিত করে।

---

১০৮. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ৯২ পৃ.।
১০৯. আল-ইহইয়া : ৪/১৭৪।

কাব আহবার ﷺ বলেন, 'আল্লাহর ভয়ে কেঁদে অশ্রু প্রবাহিত করা আমার কাছে আমার শরীরের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ সদাকা করার চেয়ে প্রিয়।'[১১০]

কাঁদলেই আল্লাহভীরু হয় না

কান্না ও অশ্রু কখনো কখনো কিছু সময়ের জন্য হয়, যখন হৃদয় আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। কিছুক্ষণ পর তা চলে যায়। কয়েক ঘণ্টা বা তারও কম সময় পর অশ্রুর প্রভাবও মুছে যায়।

এ জন্যই জনৈক সালাফ বলেন, 'সে আল্লাহভীরু নয়, যে কাঁদে। বরং সেই হলো আল্লাহভীরু, যে সক্ষমতা সত্ত্বেও পাপকর্ম ছেড়ে দেয়।'[১১১]

প্রিয় ভাই, সালাফের আদর্শ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

সাইদ বিন মুসাইয়িব ﷺ রাতে খুব কান্নাকাটি করতেন। কাঁদতে কাঁদতে একসময় তার চোখে ছানি পড়ে গিয়েছিল।[১১২]

একবার হুজাইফা ﷺ তীব্রমাত্রায় ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁকে বলা হলো, 'আপনার কান্নার কারণ কী?' তিনি বললেন, 'আমি জানি না, আমাকে যখন আল্লাহর সামনে

---

১১০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/৩৬৬।
১১১. মিনহাজুল কাসিদিন : ৩৩১ পৃ.।
১১২. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/৭৬।

হাজির করা হবে, তখন তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন নাকি বেজার থাকবেন।'[১১৩]

আবু রজা উতারিদি ﷺ বলেন, 'আমি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে দেখেছি। তাঁর চোখের নিচে অশ্রুর কারণে সৃষ্টি হওয়া পুরাতন স্যান্ডেলের ফিতার মতো দাগ ছিল।'

আবু বকর বিন আইয়াশ ﷺ বলেন, 'আমি যখনই আতা বিন সায়িব ও জিরার বিন মুররাহ ﷺ-কে দেখতাম, তখন তাদের চেহারায় কান্নার আলামত দেখতে পেতাম।'[১১৪]

হাফস বিন উমর ﷺ বলেন, 'একবার হাসান ﷺ কাঁদলেন। তাকে বলা হলো, "আপনার কান্নার কারণ কী?" তিনি বললেন, "আমি জাহান্নামের ভয় করছি।"'[১১৫]

আবু হাইয়ান তাইমি ﷺ বলেন, 'গত ৩০ বছর বা তারও অধিক সময় ধরে শুনে আসছি যে, একদা ইবনে মাসউদ ﷺ কামারদের নিকট দিয়ে গেলেন, যারা হাপরে ফুঁক দিচ্ছিল। তা দেখে তিনি পড়ে গেলেন।'

সাদ বিন আখরাম ﷺ বলেন, 'আমি ইবনে মাসউদ ﷺ-এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমরা কামারদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তখন তারা আগুন থেকে একটি

---

১১৩. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ২১ পৃ.।
১১৪. আস-সিয়ার : ৬/১১৩।
১১৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৩৩।

দগ্ধ লোহা বের করে আনল। তা দেখে ইবনে মাসউদ ﷺ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন আর ক্রন্দন করতে লাগলেন।'

সামির রিয়াহি ﷺ বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, 'একদিন আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ ঠান্ডা পানি পান করলেন। তারপরেই তিনি তীব্রবেগে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁকে বলা হলো, "আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহর একটি আয়াতের কথা মনে পড়েছে আমার :

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾

"তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে।"[১১৬]

আমার মনে পড়ে গেল, জাহান্নামিরা একটু ঠান্ডা পানিই চাইবে, বেশি কিছু না। কিন্তু তাদের তা দেওয়া হবে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

"জাহান্নামিরা জান্নাতিদের ডেকে বলবে, "আমাদের ওপর সামান্য পানি নিক্ষেপ করো অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও।" তারা

---

১১৬. সুরা সাবা, ৩৪ : ৫৪।

বলবে, "আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।"'[১১৭]

হাসান ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি জানে, একদিন না একদিন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে; কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী এবং আল্লাহর সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে, তার চিন্তা-পেরেশানি বেড়ে যাওয়া চাই।'[১১৮]

فَيَبْكِي عَلَى مَيِّتٍ وَيَغْفِلُ نَفْسَهُ
كَأَنَّ بِكَفَّيْهِ أَمَانًا مِنَ الرَّدَى
وَمَا الْمَيِّتُ الْمَقْبُورُ فِي صَدْرِ يَوْمِهِ
أَحَقَّ بِأَنْ يَبْكِيَهُ مِنْ مَيِّتٍ غَدَا

'অন্যের মৃত্যুতে কাঁদে; কিন্তু নিজের ব্যাপারে উদাসীন। যেন ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকার ক্ষমতা নিজের হাতেই আছে! আজকের মৃতের জন্য কাঁদার চেয়ে আগামীকালের মৃতের জন্য কাঁদার যৌক্তিকতা কোনো অংশে কম নয়।'[১১৯]

হাসান বিন আরাফা ﷺ বলেন, 'আমি ইয়াজিদ বিন হারুন ﷺ-কে ওয়াসিতে যখন দেখেছিলাম, তখন তার চোখদুটি ছিল খুব সুন্দর। এমন সুন্দর চোখের মানুষ ইতিপূর্বে আমি দেখিনি। অতঃপর দ্বিতীয়বার যখন তাকে দেখি, তখন

১১৭. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৫০।
১১৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৩৩।
১১৯. মুহাসাবাতুন নাফস : ৮৩ পৃ.।

তার এক চোখ অন্ধ ছিল। তৃতীয়বার তাকে পুরোপুরি অন্ধ দেখলাম। তখন আমি তাকে বললাম, "হে আবু খালিদ, আপনার সুন্দর চোখদুটির কী হয়েছে?" তিনি বললেন, "শেষরাতের কান্না সে দুটিকে নষ্ট করে দিয়েছে।""[১২০]

আল্লাহু আকবার! কী সুন্দর উত্তর! শেষরাতের কান্না চোখদুটিকে নষ্ট করে দিয়েছে! আর আমরা কোথায় থাকি শেষরাতে, যখন রহমত অবতীর্ণ হয়, করুণা বণ্টিত হয়? হায়, এ সময়ে আমরা গাফিল হয়ে ঘুমিয়ে থাকি!

মালিক বিন দিনার ﷬ খুব বেশি কান্না করতেন। কাঁদতে কাঁদতে তার গালে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি বলতেন, 'কান্না যদি আমার নিয়ন্ত্রণে থাকত, তবে আমি আমার জীবনের প্রতিটি দিন কান্না করতাম।'[১২১]

আস-সারি আস-সাকাতি ﷬ রাতের প্রথম ভাগে কান্নাকে চেপে রাখতেন। তারপর মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন থেকে ফজর পর্যন্ত একনাগাড়ে কান্না করতেন।[১২২]

কিন্তু বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষ বছরে একবার বা পুরো জীবনে একবার ব্যতীত আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে না।

---

১২০. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ৩/৭৯০।

১২১. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১৮ পৃ.।

১২২. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১৮ পৃ.।

মেয়েরা কান্না করে না এমন কোনো উপলক্ষ নেই। শুধু আল্লাহর ভয় ছাড়া। তারা কাপড় কিনে দিতে একটু দেরি হলে কাঁদে, কাপড় পছন্দ না হলে কাঁদে। এভাবে প্রতিটি বিষয়ের জন্য কাঁদে। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে কাঁদে না। অথচ তাদের মন কোমল—তাওবার কাছাকাছি। কল্যাণ ও সফলতা তাদের সাথে থাকে। কিন্তু আল্লাহর ভয়, গুনাহ ও ইবাদতে কমতির জন্য কাঁদার প্রবণতা তাদের মাঝে নেই।

কান্না করার অধিক যৌক্তিকতা কোথায়? দুনিয়ার তুচ্ছ জিনিস হারিয়ে ফেলা, নাকি আখিরাত ও তার ভয়াবহতা?

মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, 'গুনাহের কারণে ক্রন্দন গুনাহকে এমনভাবে ঝরিয়ে ফেলে, যেভাবে বাতাস শুকনো পাতাসমূহকে ঝরিয়ে ফেলে।'[১২৩]

প্রিয় মুসলিম ভাই, সকাল-সন্ধ্যায় বান্দার চিন্তাভাবনা ও ধ্যান-খেয়াল যদি আল্লাহ হন, তবে আল্লাহ তাআলা তার সকল প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের দায়িত্ব নিয়ে নেন। তার অন্তরকে তাঁর ভালোবাসার জন্য, জিহ্বাকে জিকিরের জন্য এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ইবাদতের জন্য অবসর করে দেন।

আর যদি সকাল-সন্ধ্যায় তার চিন্তা-ফিকির কেবল দুনিয়াকে নিয়ে হয়, তবে আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজনীয়

---

১২৩. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৭৯ পৃ.।

বিষয়সমূহের দায়িত্ব তার নিজের কাঁধেই তুলে দেন। ফলে তার অন্তর আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বিমুখ হয়ে মাখলুকের ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে। জিহ্বা আল্লাহর জিকির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাখলুকের জিকিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহর ইবাদত না করে মাখলুকের বেগার খাটে। ফলে জন্তু-জানোয়ারের মতো অন্যের কাজ করে নিজেকে সে কষ্ট দেয়। যেভাবে হাপর অন্যের উপকারের জন্য নিজের পেট ফুলায় এবং পাঁজর মোচড়ায়। এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য ও ভালোবাসার মর্যাদা থেকে বিমুখ হয়েছে, সে মাখলুকের দাসত্ব, খিদমত ও ভালোবাসার অমর্যাদায় নিজেকে নামিয়ে এনেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾

'যে ব্যক্তি দয়াময়ের স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই—সে-ই হয় তার সঙ্গী।'[১২৪]

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ﷺ ক্রন্দন করার পর চেহারা ও দাড়িতে অশ্রু মুছে ফেলতেন। আর বলতেন, 'আমার নিকট হাদিস পৌঁছেছে যে, জাহান্নামের আগুন শরীরের সেই অংশকে স্পর্শ করবে না, যেখানে অশ্রু পড়েছে।'[১২৫]

---

১২৪. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৩৬।

১২৫. আল-ইহইয়া : ৪/১৭২।

জনৈক নেককার লোক মৃত্যুর সময় কাঁদছিলেন। তাকে বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন, 'আমি গাছ লাগানো কিংবা খাল খনন করার প্রত্যাশায় কাঁদছি না। দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ায় আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি এ জন্য কাঁদছি যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আখিরাতের পাথেয় অর্জনের সুযোগ আমার শেষ হয়ে যাবে।'[১২৬]

جسمي على مبرد ليس يقوى

ولا على النار والحرارة

وكيف يقوى على سعير

وقودها الناس الحجارة

'আমার শরীর না সইতে পারে ঠান্ডা, না সইতে পারে আগুন ও গরমের তাপ। কীভাবে সে জাহান্নামের আগুন সহ্য করবে—যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর?'[১২৭]

---

১২৬. আল-আকিবাহ : ৩০ পৃ.।

১২৭. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১০৭ পৃ.।

আল্লাহভীতিতেও চাই মধ্যমপন্থা

প্রিয় মুসলিম ভাই,

আল্লাহভীতি নিশ্চয় উত্তম ও কল্যাণকর। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সকল ভীতিই প্রশংসনীয়। ভয় যত বেশি হবে, ততই উত্তম—এমন ধারণা অমূলক। বরং ভয় হলো আল্লাহর একটি চাবুক, যা বান্দাকে আমলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়; যাতে তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। জন্তু-জানোয়ারদের সোজা রাখতে বেতের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, বেত দিয়ে অধিক হারে প্রহার করা প্রশংসনীয়। ভয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। অন্য সকল বিষয়ের মতো ভয়ের মাঝেও আছে ছাড়াছাড়ি, বাড়াবাড়ি ও মধ্যমপন্থা। এখানেও মধ্যমপন্থা প্রশংসনীয়।[১২৮]

সত্য পথের ওপর অবিচল থাকা ও আসমান-জমিনসম জান্নাতের পথে বিরামহীন যাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের পরে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি জরুরি, তা হলো আল্লাহর ভয় ও তাঁর ধ্যান।

উম্মে দারদা ﵂-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, 'আবু দারদা ﵁ অধিকাংশ সময় কোন আমল করতেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ফিকির ও ধ্যান।'[১২৯]

---

১২৮. আল-ইহইয়া : ৪/১৬৫।

১২৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২০৮।

চিন্তা-ফিকির উন্মুক্ত করে সত্যের পথ

যে পরজগৎ ও চিরস্থায়ী ঠিকানার ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করে, সে সত্যের রাস্তা খুঁজে পায়।

نرجو البقاء بدار لا ثبات لها
فهل سمعت بظل غير منتقل

'আমরা এমন এক ঘরে আজীবন থেকে যাওয়ার আশা করছি, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। তুমি এমন কোনো ছায়ার কথা শুনেছ, যা সরে যায়নি?'

প্রিয় ভাই আমার, সালাফের পথ ছেড়ে আমরা কোথায়?

আবু সিনান ﵀ বলতেন, 'বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে, হাড্ডি দুর্বল হয়ে পড়েছে, আমলের যত্ন নেওয়ার শক্তিও হারিয়ে গেছে'—এই বলে তিনি কাঁদতে থাকতেন। কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে যেতেন।[১৩০]

ইয়াজিদ রাকাশি ﵀ এত বেশি কাঁদতেন যে, কান্নার কারণে তার চোখে ছানি পড়ে গিয়েছিল। অশ্রুর অত্যধিক প্রবাহে চোখের শিরাগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।[১৩১]

---

১৩০. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১১১ পৃ.।
১৩১. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ২১ পৃ.।

আবু নজর ইসহাক বিন ইবরাহিম ﷺ বলেন, 'সাইদ বিন আব্দুল আজিজ ﷺ নামাজ পড়ার সময় আমি জায়নামাজের ওপর তার অশ্রু পড়ার শব্দ শুনতে পেতাম।'[১৩২]

ইসমাইল বিন জাকারিয়া ﷺ তার প্রতিবেশী হাবিব বিন মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে বলেন, 'যখন সন্ধ্যা হতো, তখন আমরা তার কান্না শুনতে পেতাম। সকালবেলায়ও তাকে কাঁদতে শুনতাম। তাই তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সন্ধ্যাবেলায় তিনি কাঁদেন, আবার সকালেও তিনি কাঁদেন। কারণ কী?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তিনি সকাল পর্যন্ত বেঁচে না থাকার ভয় করেন। আর যখন সকাল হয়, তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে না থাকার ভয় করেন।"'

এক রাতে হাসান ﷺ-এর নিদ্রাভঙ্গ হলো। ঘুম থেকে জেগেই তিনি কান্না করতে লাগলেন। তার কান্না দেখে পরিবারের লোকেরা ঘাবড়ে গেল। তারা কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমার একটি গুনাহের কথা মনে পড়ে গেছে, তাই কাঁদছি।'[১৩৩]

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, এক রাতে তিনি নামাজ পড়ছিলেন। নামাজে তিনি তিলাওয়াত করলেন :

---

১৩২. আস-সিয়ার : ৮/৩৪।

১৩৩. আত-তাবসিরাহ : ১/২৮৭।

﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ - فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾

'যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে।'[১৩৪]

তারপর থেকে ফজর পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে তিনি বারবার এই আয়াত পড়তে থাকলেন।[১৩৫]

তামিম দারি ﷺ একবার এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

'যারা দুষ্কর্ম করেছে, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মতো করে দেবো, যারা ইমান আনে, সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ!'[১৩৬]

ফজর পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে তিনি এই আয়াতই পড়ে গেলেন।

---

১৩৪. সুরা গাফির, ৪০ : ৭১-৭২।
১৩৫. তাম্বিহুল গাফিলিন : ২/৬২০।
১৩৬. সুরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ২১।

প্রিয় মুসলিম ভাই, তুমি যদি মহান দাতা, পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু প্রভুর দরজা আঁকড়ে থাকো, তাহলে কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো।

ইবনে আরফের কথাটি শোনো। তিনি বলেন, 'যদি দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সাথে কোনো ব্যক্তি সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে উপকার লাভ করতে পারে না। তাহলে আসমান, জমিন, এতদুভয়ের মাঝে ও ভূগর্ভস্থ সকল মাখলুকের রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে কী করে উপকার লাভ করতে পারবে?'

তিনিই হলেন রাজাদের রাজা। দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। অথচ আমরা তাঁর কাছে দুআ করার ব্যাপারে উদাসীন থাকি। তাঁর নিকট আশা পোষণে শৈথিল্য প্রদর্শন করি। তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়ার চাকচিক্যে মজে থাকি।

আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বিন জাবির ﵀ একবার ইয়াজিদ বিন মারসাদ ﵀-কে বললেন, 'কী ব্যাপার, আপনার চোখ কখনো শুকনো দেখি না যে?' তিনি বললেন, 'তোমার এই প্রশ্নের কারণ কী?' আমি বললাম, 'হয়তো তা জেনে দুনিয়াতে আমার কোনো উপকার হবে।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে জাহান্নামে বন্দী করার হুমকি দিয়েছেন—যদি আমি তাঁর অবাধ্যতা করি। আল্লাহর কসম, যদি তিনি কেবল গোসলখানায় বন্দী করারও হুমকি

দিতেন, তবুও আমার চোখ কখনো অশ্রুহীন না হওয়ারই যোগ্য হতো।'[১৩৭]

হে ভাই, যাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে বন্দী করার হুমকি দিয়েছেন, তার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? তার জন্য কি সব সময় চিন্তিত থাকা এবং অধিক হারে কান্না করা উচিত নয়? এখনই তাওবার ঘোষণা দেওয়া কি তার জন্য জরুরি নয়?

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলে জাহহাক ﵀ কান্না জুড়ে দিতেন। তাকে এই কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, 'আমি জানি না, আমার আজকের আমলের মধ্যে কোনটি কবুল হয়েছে।'[১৩৮]

---

১৩৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/২০৫।
১৩৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১৫০।

আল্লাহভীতির ফজিলত

প্রিয় মুসলিম ভাই,

আল্লাহভীতির ফজিলত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

কোনো বিষয় ফজিলতপ্রাপ্ত হয়, সেটি আখিরাতে সফলতা অর্জনে কী পরিমাণ ভূমিকা রাখে তার ওপর ভিত্তি করে।

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আখিরাতে আল্লাহর সাক্ষাৎলাভে ধন্য হওয়ার জন্য দুনিয়াতে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক থাকা আবশ্যক। আর আল্লাহর মারিফাত বা বিশেষ পরিচয় ছাড়া ভালোবাসা অর্জিত হয় না। মারিফাত অর্জিত হয় কেবল ধারাবাহিক ফিকির ও ধ্যানের মাধ্যমে। সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে ভালোবাসা ও নিয়মিত জিকিরের মাধ্যমে। আর ধারাবাহিক ধ্যান ও জিকির তখনই সম্ভব, যখন অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূরীভূত হয়। আর দুনিয়ার স্বাদ-উপভোগ পরিত্যাগ করা ছাড়া অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর হয় না। দুনিয়ার স্বাদ-উপভোগ পরিত্যাগ করা তখনই সম্ভব, যদি আসক্তিকে দমন করা যায়। আর আল্লাহভীতির দ্বারা যেভাবে আসক্তি দমন করা যায়, তা অন্য কোনো কিছু দ্বারা যায় না। আল্লাহভীতিই আসক্তি দমন করার কার্যকর উপায়।

সুতরাং যার আল্লাহভীতি যে পরিমাণ আসক্তিকে দমন করতে পারে, যে পরিমাণ গুনাহ থেকে বিরত রাখতে পারে

এবং যে পরিমাণ ইবাদতের প্রেরণা জোগাতে পারে; তার আল্লাহভীতি সে পরিমাণ ফজিলতপ্রাপ্ত। এভাবেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে আল্লাহভীতির মাঝে তারতম্য ঘটে।

আল্লাহভীতি ফজিলতপূর্ণ না হয়ে উপায়ই বা কী! এর মাধ্যমে নিষ্কলুষতা অর্জিত হয়; অর্জিত হয় তাকওয়া-পরহেজগারি ও নেক আমলের প্রেরণা? আর এ সবই হলো ফজিলতপূর্ণ ও প্রশংসনীয় আমল, যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে।

কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহভীতির ফজিলত সম্পর্কে এত অধিক আয়াত ও হাদিস উল্লেখিত হয়েছে যে, সেগুলো একত্রিত করা সাধ্যাতীত। আল্লাহ তাআলা আল্লাহভীরুদের জন্য তাঁর হিদায়াত, রহমত, ইলম ও সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। যার প্রত্যেকটি জান্নাতবাসীদের জন্য মর্যাদার একেকটি স্তর।[১৩৯]

ইয়াজিদ রাকাশি ﷺ খুব বেশি কান্নাকাটি করতেন। এর জন্য তাকে তিরস্কার করে বলা হলো, 'যদি জাহান্নামকে কেবল আপনার জন্যই সৃষ্টি করা হতো, তাহলেও এখন যে পরিমাণ কাঁদেন, তার চেয়ে বেশি কাঁদতে পারতেন না।' তিনি বললেন, 'জাহান্নাম তো আমার জন্য এবং আমারই জিন-ইনসান ভাই-বন্ধুদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১৪০]

---

১৩৯. আল-ইহইয়া : ৪/১৬৮।
১৪০. আত-তাখওয়িফ মিনান নার : ২৫ পৃ.।

রবি বিন খুসাইম ﵀ কখনো কখনো রাতে একদমই ঘুমাতেন না। ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুর ভয় করতেন তিনি। রাতদিন কাঁদতে থাকতেন।[১৪১]

ইউসুফ বিন আসবাত ﵀-এর উদ্দেশে মুহাম্মাদ বিন সামুরা ﵀ লিখিত একটি চিঠি সংরক্ষিত আছে। চিঠিটি আমাদের সামনে আল্লাহভীতির সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে :

'প্রিয় ভাই,

আগামীকাল ভালো হয়ে যাব—এই ধোঁকায় নিজেকে ফেলো না। এমন চিন্তাকে অন্তরে জায়গা দিয়ো না। কেননা, এটা আমলের প্রতি অনাসক্তি নিয়ে আসে—ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে। এটি মনের অজান্তে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অপূর্ণ রেখে দেয় এবং নীরবে জীবনকে নিঃশেষ করে দেয়। যদি তুমি তা করো, তবে তোমার সংকল্প ও দৃঢ়তা নড়বড়ে হয়ে যাবে। বিরক্তি বাসা বাঁধবে তোমার মাঝে। হে ভাই, তাড়াতাড়ি করো। নাহলে তোমার সাথে তাড়াহুড়ো করা হবে (অর্থাৎ তাড়াতাড়ি আখিরাতের সম্বল জোগাড় করে নাও, নাহলে সম্বলহীন অবস্থায় তোমার সময় শেষ হয়ে যাবে, যাকে তোমার কাছে খুব তাড়াতাড়ি মনে হবে)। চেষ্টা-মুজাহাদা করো। সফলতা এতেই নিহিত। ঘুম থেকে জাগ্রত হও, গাফিলতি ঝেড়ে ফেলো। বিগত সময়ে যত অপরাধ করেছ, শিথিলতা করেছ, সীমালঙ্ঘন করেছ, সবগুলোর কথা

---

১৪১. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১৮ পৃ.।

স্মরণ করো। এতে তোমার মাঝে কৃতকর্মের ওপর লজ্জা ও অনুতাপ সৃষ্টি হবে। হে ভাই, কান্নাকাটি ও প্রভুর ধ্যানকে আবশ্যক করে নাও। মাখলুকের সাথে অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক ও সাক্ষাৎ ত্যাগ করো। এতেই নিহিত শান্তি ও সফলতা। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাকে যথাযথ ও সঠিক কাজটি করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি নেই। আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।'[১৪২]

গাজওয়ান ﷺ বলেন, 'আমার ওপর আল্লাহর হক হলো, আমি ততদিন হাসব না, যতদিন না আমি জেনে যাই, দুই আবাসস্থলের (জান্নাত ও জাহান্নাম) মধ্যে কোনটি আমার আবাস।' হাসান ﷺ বলেন, 'তিনি যা বলেছেন, ঠিক তা-ই করেছেন। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি।'[১৪৩]

আল্লাহভীতি একটি ভালো গুণ। অনুরূপভাবে আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসাও একটি ভালো গুণ। ঠিক এই গুণগুলো যদি মানুষের জন্য হয়, যেমন : মানুষকে ভয় পাওয়া, মানুষের জন্য কাউকে ভালোবাসা, তখন সেগুলো মন্দ।

---

১৪২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/২৩৮।

১৪৩. ইমাম আহমাদ ﷺ রচিত আজ-জুহদ : ৩০০ পৃ.।

মানুষ যখন কাউকে ভয় পায়, তখন তার সাক্ষাৎকেও ভয় পায়। বরং তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে। কিন্তু আল্লাহকে ভয় পাওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি পুরোপুরি উল্টো। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করে, তখন তাঁর আনুগত্যে ফিরে আসে এবং তাঁর কাছেই আশ্রয় খোঁজে। বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয় এই আয়াতে :

﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾

'অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।'[১৪৪]

এর তাফসিরে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'গুনাহ থেকে তাওবা করার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ধাবিত হও এবং তাঁর অনুগত হয়ে আমল করো।'

জাহান্নামের ভয়, আল্লাহর ভয়ে কান্না, পরম প্রতাপশালী সত্তার অধিকার আদায়ে শিথিলতার কারণে লজ্জিত হওয়া—সবই আল্লাহভীতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহভীতি প্রশংসনীয় হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, এ ভীতির পরিণাম সুখকর। এর মাধ্যমে অর্জিত হয় জান্নাত এবং নাজাত পাওয়া যায় জাহান্নাম থেকে।

নেককার ও মুত্তাকিদের কর্ম ছিল আশ্চর্যজনক। তারা আমলের ময়দানে মুজাহাদা করতেন। প্রতিটি সেকেন্ডকে

---

১৪৪. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫০।

মূল্য দিতেন। এ সবের মাঝে আবার থাকত ইখলাস ও সততার সুবাস, থাকত না কৃত্রিমতা ও লৌকিকতার দুর্গন্ধ।

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ বলেন, 'যদি প্রকৃত মুত্তাকি ব্যক্তি বিশ বছর পর্যন্ত ক্রন্দন করে, তবুও তার পাশে থাকা স্ত্রী তা টের পায় না।'

আতা সুলাইমি ﵀-কে প্রশ্ন করা হলো, 'এ পেরেশানি কীসের?' তিনি বললেন, 'ধ্বংস হও তুমি, মৃত্যু আমার ঘাড়ে, কবর আমার ঘর, কিয়ামতে আমাকে দাঁড়াতে হবে, জাহান্নামের ওপরের পুল হলো আমার রাস্তা, আমি জানি না আমার সাথে কী করা হবে—এত কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে পেরেশান না হয়ে উপায় আছে?'[১৪৫]

প্রিয় মুসলিম ভাই, বর্তমান সময়ে মানুষ জীবনকে খুব উপভোগ করছে। হাসি-আনন্দ ও কৌতুক-রসিকতায় তাদের দিন কাটে। এসব দেখে একটি প্রশ্ন বারবার কানে বাজে : কী সেই কারণ, যার ফলে মানুষ এত খুশি, এত আনন্দিত?

প্রশ্নটির উত্তর হাসান ﵀-এর মুখেই শোনো। তিনি বলেন, 'মুমিনের হাসির কারণ তার গাফিলতি।'[১৪৬]

---

১৪৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩২৭।
১৪৬. ইমাম আহমাদ ﵀ রচিত আজ-জুহদ : ৩৯৩ পৃ.।

হাসান ﷺ-এর এই কথাটি তার জীবনে বাস্তবরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল। ইউনুস ﷺ-এর কথা থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, 'হাসান ﷺ-এর সাথে যতবারই তুমি দেখা করবে, ততবারই মনে হবে যে, তিনি কোনো বিপদে আক্রান্ত।'[১৪৭]

এ-ই ছিল সালাফের অবস্থা। তাদের দুনিয়া এমনই ছিল। তারা তো বিদায় নিয়েছেন, তাদের সাথে তাদের আমলসমূহও বিদায় নিয়েছে। তারা এক পথ দিয়ে চলেছিলেন—আমরা চলেছি অন্য পথে।

সালাম বিন আবু মুতি ﷺ বলেন, 'এক রাতে আমি মালিক বিন দিনার ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন চেরাগহীন একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং হাতে একটি রুটি নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিলেন। আমি বললাম, "আবু ইয়াহইয়া, আপনার কাছে কি চেরাগ নেই? রুটি রাখার মতো কোনো পাত্র কি নেই?" তিনি বললেন, "ছাড়ো এসব বিষয়! এসবে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়? আমি তো আমার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত।"'

তাদের অবস্থা এমন হওয়ার কারণ হলো, তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত্যুর পর অবশ্যই হিসাব-নিকাশ হবে। ছোট-বড় কোনো বিষয়ই হিসাব থেকে বাদ পড়বে না।

---

১৪৭. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৭০ পৃ.।

ভয় ও আশা—কোনটি বেশি উত্তম?

প্রিয় মুসলিম ভাই,

ভয় ও আশার ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অনেক সময় এসব দেখে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায় যে, এই দুইয়ের মাঝে কোনটি বেশি উত্তম।

ভয় উত্তম নাকি আশা উত্তম—এই প্রশ্নটি রুটি উত্তম নাকি পানি উত্তম টাইপের একটি প্রশ্ন।

এর উত্তর হলো, রুটি ক্ষুধার্তের জন্য উত্তম, আর পানি উত্তম তৃষ্ণার্তের জন্য। একই ব্যক্তি যদি একসাথে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়, তবে দেখতে হবে, ক্ষুধা বেশি, নাকি তৃষ্ণা বেশি। যদি ক্ষুধা বেশি হয়, তবে রুটি উত্তম। আর যদি তৃষ্ণা বেশি হয়, তবে পানি উত্তম। যদি উভয়টি সমান হয়, তাহলে উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে উভয়টিই সমান।

ভয় ও আশা এ দুটি দ্বারা অন্তরের রোগের চিকিৎসা করা হয়। তাই এ দুটির ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে বান্দার অন্তরের রোগের প্রকোপের বিচারে। কেউ যদি আল্লাহর অসীম রহমত ও ক্ষমার দিকে তাকিয়ে প্রবঞ্চিত হয় এবং আল্লাহর আজাব থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবে, তবে তার জন্য ভয় উত্তম। আর যদি কারও অন্তরে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের ব্যাপারে নৈরাশ্যের রোগ থাকে, তবে তার জন্য আশা উত্তম। অনুরূপভাবে বান্দার মাঝে যদি গুনাহের

প্রবণতা বেশি থাকে, তাহলে তার জন্য ভয়ই উত্তম।

তবে প্রয়োজনীয়তার বিচারে সাধারণভাবে ভয়কে আশার চেয়ে উত্তম বলা যায়। যেমন, রুটি ওষুধের চেয়ে উত্তম। কারণ রুটি দিয়ে ক্ষুধা দূরীভূত হয় আর ক্ষুধার সমস্যা মানুষের সর্বদা লেগেই থাকে। পক্ষান্তরে ওষুধ কেবল অসুস্থ হলে প্রয়োজন হয়। রুটির প্রয়োজনীয়তা যেহেতু ওষুধের চেয়ে বেশি, তাই রুটি ওষুধের চেয়ে উত্তম। অনুরূপভাবে ভয় আশার চেয়ে উত্তম। কারণ মানুষের মাঝে গুনাহ ও নাফরমানির প্রবণতা বেশি—যার সমাধান হলো আল্লাহর ভয়। তাই ভয়ের প্রয়োজন যেহেতু আশার চেয়ে বেশি, তাই সাধারণভাবে ভয় আশার চেয়ে উত্তম।

তবে উৎসমূলের বিচারে ভয়ের চেয়ে আশা বেশি উত্তম। কেননা, আশার উৎসমূল হলো রবের রহমত ও মাগফিরাত; আর ভয়ের উৎসমূল হলো তাঁর ক্রোধ।[১৪৮] আর যে ব্যক্তি আল্লাহর মেহেরবানি ও দয়াবিষয়ক গুণাবলির প্রতি লক্ষ করে, তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর ভালোবাসা হলো আল্লাহর নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তর। পক্ষান্তরে, ভয়ের ভিত্তি হলো ক্রোধবিষয়ক গুণাবলি। আর প্রেমের সাথে যে মিল আশার সাথে আছে, তা ভয়ের নেই।[১৪৯]

---

১৪৮. আর আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পায়। (অনুবাদক)
১৪৯. আল-ইহইয়া : ৪/১৭৩।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, ‘ আল্লাহর নাফরমান প্রত্যেকেই মূর্খ। আর প্রত্যেক আল্লাহভীরু জ্ঞানী ও আল্লাহর অনুগত। নাফরমানকে মূর্খ বলার কারণ হলো, তার আল্লাহভীতিতে কমতি আছে। যদি পূর্ণরূপে আল্লাহভীতি থাকত, তাহলে সে নাফরমানি করতে পারত না।’[১৫০]

শাইখ ইবনে সাদি ﷺ বলেন, ‘আল্লাহভীতির আলামত হলো, পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথরূপে আমল করতে চেষ্টা করা।’[১৫১]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ আল্লাহভীতির ফজিলত সম্পর্কে বলেন, ‘ভয় আল্লাহর পথের পথিকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনজিল এবং কলবের জন্য সর্বাধিক উপকারী। এটা সবার জন্য ফরজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

‘সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ইমানদার হয়ে থাকো, তবে আমাকে ভয় করো।’[১৫২]

﴿فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾

‘অতএব আমাকেই ভয় করো।’[১৫৩]

---

১৫০. আল-ইমান : ১৯ পৃ.।
১৫১. তাইসিরুল কারিমির রহমান : ২/১৮৫।
১৫২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৭৫।
১৫৩. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৫১।

যাদের মাঝে ভয় আছে, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾

'নিশ্চয় যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলিতে ইমান আনে, যারা তাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করে না এবং যারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে, তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা এতে অগ্রগামী হয়।'[১৫৪]

সত্যিকারের ও প্রশংসনীয় আল্লাহভীতি হলো, যা বান্দাকে হারাম থেকে বিরত রাখে। যদি আল্লাহভীতি এর চেয়ে বৃদ্ধি পায়, তাহলে তা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'[১৫৫]

হে প্রিয়, আমরা এতক্ষণ ধরে আল্লাহভীতির ব্যাপারে আলোচনা করে আসছি। আশা করি, এতক্ষণে নিশ্চয় আমাদের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, অন্তরে ফিকির তৈরি হয়েছে এবং নতুনভাবে তাওবা করার সুযোগ

---

১৫৪. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৫৭-৬১।
১৫৫. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৫৪৮।

হয়েছে। সামনে আমরা আশা সম্পর্কে আলোচনা করব। আশা আল্লাহর রহমতের অন্যতম প্রবেশদ্বার এবং তা অনেক ক্ষেত্রে পাপের পথ থেকে তাওবা করে পুণ্যের পথে ফিরে আসার কারণ হয়।

সুফইয়ান সাওরি ﵀-এর অসুস্থতা বেড়ে গেলে তিনি খুব অস্থির ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন তার কাছে মারহুম ইবনে আব্দুল আজিজ ﵀ প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, অত অস্থির হচ্ছেন কেন? আপনি তো সেই রবের কাছেই যাচ্ছেন, ষাট বছর যাবৎ আপনি যাঁর ইবাদত করেছেন। যাঁর জন্য আপনি রোজা রেখেছেন, সালাত পড়েছেন, হজ করেছেন... তাঁর কাছেই তো যাচ্ছেন। এত ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে...?' তার কথায় সুফইয়ান সাওরি ﵀-এর অস্থিরতা ও ভয় কেটে গেল।[১৫৬]

আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা অনুধাবন করে সুফইয়ান সাওরি ﵀ বলেন, 'আমি চাই না যে, (কিয়ামতের দিন) আমার হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব আমার পিতামাতার হাতে দেওয়া হোক। কেননা, আমি জানি যে, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি পিতামাতার চেয়ে বেশি দয়ালু।'

আবু উবাইদা খাওয়াস ﵀ কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'আমি বুড়ো হয়ে গেছি, সুতরাং (তেমন আমল করতে না পারলেও) আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন।'[১৫৭]

---

১৫৬. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৮/৪৭।
১৫৭. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ২১ পৃ.।

তিনি বান্দাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণার কথা জানতেন বলেই তাঁর কাছে এমন আবদার করতে পেরেছেন।

ভয় ও আশা : এক পাখির দুই ডানা

প্রিয় মুসলিম ভাই,

আশা ও ভয় এমন দুটি ডানা, যেগুলোর সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা মাকামে মাহমুদ পানে উড়াল দেয়। আশা ও ভয় এমন দুটি বাহন, যে দুটির ওপর সওয়ার হয়ে তারা আখিরাতের পথে ছুটে চলে—যে পথের পদে পদে রয়েছে কঠিন বাধা। সুতরাং আশার লাগাম ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাতের শান্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না। অনুরূপভাবে ভয় ব্যতীত অন্য কিছু জাহান্নামের আগুন ও কঠিন আজাবকে রুখতে পারে না।[১৫৮]

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'আমার এক ভাই মারা গেল। একদিন আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাকে বললাম, "আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?" সে বলল, "তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। আর বলেছেন, "পূর্বে যে চিন্তা-বিষণ্ণতায় দিন কাটাতে, এর বিপরীতে এখানে হাসি-আনন্দে মেতে থাকো।"'

---

১৫৮. আল-ইহইয়া : ৪/১৪৯।

আশার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম ও বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব বেড়ে গেছে এবং তারা অলীক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী বিষয়ের জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত নয়।

تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري

إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر

فكم من صحيح مات من غير علة

وكم من عليل عاش دهرا إلى دهر

وكم من فتى يمسى ويصبح آمنا

وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري

'দুনিয়াতে দীর্ঘ আশা নিয়ে বসে আছ; অথচ তুমি জানো না, এই রাত অন্ধকার হয়ে আসলে ফজরের আলো আর উদ্ভাসিত হবে কি না। কত সুস্থ সবল মানুষ রোগব্যাধি ছাড়াই মরে যায় আর কত অসুস্থ মানুষ ধুঁকে ধুঁকে যুগের পর যুগ জীবিত থেকে যায়। কত যুবক নির্ভার হয়ে সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়; অথচ তার অজান্তেই তার কাফন বোনা হয়ে গেছে।'[১৫৯]

সুফইয়ান সাওরি ﵀ বলেন, 'দুনিয়াবিমুখতা হলো আশা কম হওয়া। স্বাদহীন খাবার গ্রহণ করা আর ঢিলেঢালা আলখাল্লা পরা দুনিয়াবিমুখতা নয়।'[১৬০]

---

১৫৯. দিওয়ানুল ইমাম আলি : ৯৬ পৃ.।

১৬০. মাদারিজুস সালিকিন : ২/১১।

দীর্ঘ আশা একটি মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধি। এই ব্যাধি যখন কারও কলবে জেঁকে বসে যায়, তখন তার স্বভাব-প্রকৃতি ও রুচিবোধ নষ্ট হয়ে যায়। এর চিকিৎসা খুবই জটিল। বাঘা বাঘা ডাক্তার-হেকিমরাও ব্যর্থ এর চিকিৎসা করতে। বান্দার মাঝে আশা যত দীর্ঘ হয়, তার আমল তত খারাপ হয়ে যায়।[১৬১]

দীর্ঘ আশার ফলে মন শক্ত ও পাষাণ হয়ে পড়ে। আর নিয়তের বিশুদ্ধতার ফলে গুনাহ কমে যায়।[১৬২]

দীর্ঘ আশা ও দীর্ঘসূত্রতার ব্যাধি আমাদের আক্রান্ত করেছে। ফলে মানুষের যে একটি শেষ পরিণতি আছে, তা আমরা দেখতে পাই না। এই আবাস থেকে অচিরেই আমাদের চলে যেতে হবে, তা আমরা অনুভব করতে পারি না। অথচ সালাফের মাঝে সর্বদা এই অনুভূতি জাগরূক থাকত।

জনৈক সালাফ বলেন, 'যতবারই আমি ঘুমিয়েছি, ততবারই নিজেকে বলেছি, "এই ঘুম থেকে তুমি নাও জাগতে পারো।"'[১৬৩]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَانَ لِي أَمَلُ ** قَصَّرَ بِي عَنْ بُلُوغِهِ الْأَجَلُ

فَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ رَجُلٌ ** أَمْكَنَهُ فِي زَمَانِهِ الْعَمَلُ

---

১৬১. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ-দ্বীন : ১০৮ পৃ.।

১৬২. আল-আকিবাহ : ৬৮ পৃ.।

১৬৩. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ৪৬৫ পৃ.।

مَا أَنَا وَحْدِي نُقِلْتُ حَيْثُ تَرَى ** كُلٌّ إِلَى مِثْلِهِ سَيَنْتَقِلُ

‘হে লোকসকল, আমার একটি আশা ছিল; কিন্তু মৃত্যু আমাকে সে আশা পূরণ করতে দেয়নি। সুতরাং যার এখনো আমল করার সময় আছে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে (দ্রুত আমল করে আমলনামা সমৃদ্ধ করে নেয়)। পৃথিবী থেকে কেবল আমি একাই বিদায় নিয়েছি তা নয়; বরং এভাবে প্রত্যেককেই বিদায় নিতে হবে অচিরেই।’[১৬৪]

হাসান ﷺ বলেন, ‘একবার তিনজন আলিম এক জায়গায় একত্রিত হলেন। তাদের একজনকে বাকি দুজন প্রশ্ন করলেন, “আপনার আশা কী?” তিনি বললেন, “যখন একটি নতুন মাস শুরু হয়, তখন আমি মনে করি যে, এই মাসেই আমার মৃত্যু হবে।” বাকি দুজন বললেন, “যথার্থ আশা।” অতঃপর দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করলেন, “আপনার আশা কী?” তিনি বললেন, “যখন একটি নতুন সপ্তাহ শুরু হয়, তখন আমি ধারণা করি যে, এই সপ্তাহে আমি মৃত্যুবরণ করব।” বাকি দুজন মন্তব্য করলেন, “যথার্থ আশা।” অতঃপর তৃতীয়জনকে প্রশ্ন করা হলো, “আপনার আশা কী?” তিনি উত্তর দিলেন, “সেই ব্যক্তির আবার কীসের আশা, যার প্রাণটাও অন্যের হাতে?”’

প্রিয় ভাই আমার, সালাফের আদর্শ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

---

১৬৪. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/৪০।

বকর মুজানি ﵀ বলেন, 'সম্ভব হলে তোমরা ঘুমানোর সময় মাথার কাছে অসিয়তনামা লিখে রেখো। কেননা, হতে পারে দুনিয়াবাসী হয়ে রাতটা কাটালেও তোমাদের সকাল হবে আখিরাতবাসী হিসেবে।'[১৬৫]

মুহাম্মাদ বিন আবু তাওবা ﵀ বলেন, 'মারুফ কারখি ﵀ নামাজের ইকামত দিলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, "নামাজ পড়াও।" আমি বললাম, "আমি আপনাদেরকে এই নামাজ পড়ালেও এর পরে আর নামাজ পড়াব না।" তখন তিনি বললেন, "তুমি তো দেখছি, মনে মনে ভেবে বসে আছ যে, এই নামাজের পরে দ্বিতীয় নামাজ আসা পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকবে। এমন দীর্ঘ আশা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। কেননা, তা নেক আমলকে বাধাগ্রস্ত করে।"'[১৬৬]

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀-কে বলা হলো, 'কী অবস্থায় আপনার সকাল হলো?' তিনি বললেন, 'এমন অবস্থায়, যখন আমার মৃত্যু নিকটে, আশা-আকাঙ্ক্ষা দূরে এবং আমল খারাপ।'[১৬৭]

দাউদ তায়ি ﵀ বলেন, 'আমি আতওয়ান বিন আমর তামিমি ﵀-কে প্রশ্ন করলাম, "কম আশা কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "নিশ্বাস টেনে তা ছাড়ার মধ্যবর্তী সময়ের আশা করা।"'

---

১৬৫. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ৪৬৫ পৃ.।

১৬৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/৩৬১, আল-আকিবাহ : ৯০ পৃ.।

১৬৭. আস-সিয়ার : ৬/১২১।

রুস্তম বলেন, 'এ কথাটি আমি ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀-কে বললে তিনি কেঁদে উঠলেন। আর বললেন, "তার কথার মর্ম হলো, নিশ্বাস টানার পর তা ছেড়ে দেওয়ার পূর্বেই মৃত্যু এসে যাওয়ার ভয় করা।" সত্যিই আতওয়ান ﵀ মৃত্যু সম্পর্কে এমন আশঙ্কায় থাকতেন।'[১৬৮]

দাউদ তায়ি ﵀ বলেন, 'যদি আমি আশা করতাম যে, আমি এক মাস বেঁচে থাকব, তাহলে তুমি আমাকে অবশ্যই বড় কোনো কাজ করতে দেখতে। কীভাবেই বা এমন আশা করব; অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি, রাত-দিনের প্রতিটি ক্ষণে কোনো না কোনো বিপদ মাখলুককে নিঃশেষ করে চলেছে?'[১৬৯]

قصر الآمال في الدنيا تفز *** فدليل العقل تقصير الأمل

'আশা-আকাঙ্ক্ষা কমিয়ে ফেলো, তবেই হবে তুমি সফল। আশা-আকাঙ্ক্ষা কম হওয়াটাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।'

হে সংক্ষিপ্ত সময়ে দীর্ঘ আশায় নিমজ্জিত, তুমি কি আশা পূরণ হওয়ার পূর্বেই কাউকে মরে যেতে দেখোনি? তবুও কি তুমি তাওবাকে দেরি করে পতনকে ত্বরান্বিত করতে চাইবে?

---

১৬৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১২৭।
১৬৯. আল-ইহইয়া : ৪/৪৮৩।

يا من يعد غدا لتوبته *** أعلى يقين من بلوغ غد

المرء في زلل على أمل *** ومنية الإنسان بالرصد

أيام عمرك كلها عدد *** ولعل يومك آخر العدد

'তুমি আগামীকাল তাওবা করার প্রস্তুতি নিচ্ছ, যেন তোমার পাক্কা বিশ্বাস, তুমি আগামীকাল পর্যন্ত থাকবে! শোনো, এভাবেই আশার পাল্লায় পড়ে মানুষ পতনের সম্মুখীন হয়। মানুষের মৃত্যু যে কাছে কোথাও ওত পেতে আছে! কয়দিন তুমি বেঁচে থাকবে, তা সুনির্ধারিত। হতে পারে, আজকের দিনটিই তোমার শেষ দিন।'

হে ভাই, মৃত্যু আসার পূর্বেই তাওবা করে নাও। দুআ কবুল হওয়ার দরজা বন্ধ হওয়ার পূর্বেই পুণ্যের পথে ফিরে এসো। সজাগ হও, অনটনের দিন কাছেই চলে এসেছে। দুনিয়া হলো ব্যবসার বাজার, তিরস্কারমূলক নসিহতের মজলিশ এবং ফজরের নিকটবর্তী গ্রীষ্মের রাতের মতো খুব অল্প তার সময়সীমা। এখানে শক্তি গ্রীষ্মকালীন মেঘের মতো, অবসর হলো সাময়িক কল্পনা। সুস্থতা যেন মেহমানের ঘুম। সৌন্দর্য যেন নকল মুদ্রার চমক। দুনিয়া ছলনাময়ী প্রেমিকার মতো। তাই এ দুনিয়ার পেছনে সময় ব্যয় না করে দ্রুত আখিরাতের সম্বল অর্জন করে নাও। যা করার খুব জলদি করতে হবে। কারণ সময় তোমার জীবনকে তরবারির মতো কেটে চলেছে।[১৭০]

---

১৭০. আল-মুদহিশ : ২৩২ পৃ.।

আব্দুল্লাহ আসরি ﷺ বলেন, 'প্রকৃত মুমিনকে তুমি কেবল তিন অবস্থায় দেখবে : মসজিদ (নামাজ, তিলাওয়াত, জিকির ইত্যাদির মাধ্যমে) আবাদ করা অবস্থায়; বাড়িতে অবস্থান করা অবস্থায়—যে বাড়ি তার ইজ্জত-সম্ভ্রম সুরক্ষিত রাখে; অথবা কোনো বৈধ পার্থিব জরুরত পূরণ করা অবস্থায়।'[১৭১]

يا من بدنياه اشتغل *** وغره طول الأمل

الموت يأتي بغتة *** والقبر صندوق العمل

'ওহে দুনিয়ার মোহে লিপ্ত মানুষ, দীর্ঘ আশা তোমাকে প্রবঞ্চিত করছে। সতর্ক হয়ে যাও, মৃত্যু কিন্তু অকস্মাৎ এসে পড়বে। আর কবর হলো আমলের সিন্দুক।'[১৭২]

দীর্ঘ আশা মানুষের যে পরিমাণ ক্ষতি করে, অন্য কোনো বস্তু এতটা করতে পারে না। আর যে বিষয়টি মানুষের সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করে, তা হলো তাসওয়িফ বা ভবিষ্যতে তাওবা করবে বলে কালক্ষেপণ করা।

সাইদ বিন সাইদ ﷺ বলেন, 'সগিরা গুনাহের ক্ষুদ্রতার দিকে তাকিয়ো না; বরং এর মাধ্যমে কার অবাধ্যতা হচ্ছে, তাঁর দিকে তাকাও।'[১৭৩]

---

১৭১. ইমাম আহমাদ ﷺ রচিত আজ-জুহদ : ৩৩৮ পৃ.।
১৭২. দিওয়ানুল ইমাম আলি : ১৫৮ পৃ.।
১৭৩. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৯৫ পৃ.।

ইসা ﷺ বলেন, 'তিন ব্যক্তিকে নিয়ে আমার খুব আশ্চর্য হয়। ১. গাফিল; কিন্তু তার ব্যাপারে আল্লাহ গাফিল নন। ২. দুনিয়ার বাসনাকারী; কিন্তু মৃত্যু তাকে খুঁজে ফিরছে। ৩. প্রাসাদ নির্মাণকারী; কিন্তু তার আসল ঘর হলো কবর।'

প্রিয় ভাই আমার,

জীবনের কয়েকটি দিন ভালোভাবে চলায় তুমি সময়ের ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা করতে শুরু করেছ। কয়েকটি রাত নিরাপদ থেকেছ; আর সেই রাতগুলোই তোমাকে প্রতারিত করছে। কিন্তু কোনো এক রাতের প্রান্তভাগে বিপদ এসে ঠিকই আক্রমণ করে বসবে।

ফুজালা বিন সাইফি ﷺ খুব বেশি কান্নাকাটি করতেন। একদিন তিনি কাঁদছিলেন এমন সময়ে তার কাছে এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। লোকটি তার স্ত্রীর কাছে তার কান্নার কারণ জানতে চাইল। স্ত্রী বললেন, 'তার ধারণা, তিনি দীর্ঘ একটি সফরের ইচ্ছা করেছেন; কিন্তু তার হাতে পর্যাপ্ত পাথেয় নেই।'

আমাদের অবস্থাও এমন নয় কি? আমরাও তো আখিরাতের পথে সফরে আছি। খুব দীর্ঘ এই সফর। কিন্তু আমাদের হাতে পাথেয় কই?

হে ভাই, পাথেয় হলো কম আশা ও গন্তব্যের জন্য সম্বল সংগ্রহ করা। এই সফর শুরু হয়েছে এবং অচিরেই তা

শেষ হতে চলেছে। দুনিয়াতে আমরা ক্ষণিকের মেহমান। এখানে আমাদের অবস্থান কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন কিংবা বাড়তি ছায়ার মতো। অতঃপর আমরা সমবেত হব বিশাল এক জনসমাগমে। যেদিন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশিত হবে।

ইবরাহিম বিন খুমাইস ﷺ বলেন, 'সাবধানতা দেখে কাজা (আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালা) হাসে। আশা দেখে মৃত্যু হাসে। ব্যবস্থাপনা দেখে তাকদির হাসে। কষ্ট-মেহনত দেখে ভাগ্য হাসে।'

قصر الآمال في الدنيا تفز *** فدليل العقل تقصير الأمل

إن من يطلبه الموت على *** غرة منه جدير بالوجل

'আশা-আকাঙ্ক্ষা কমিয়ে ফেলো, তবেই হবে তুমি সফল। আশা-আকাঙ্ক্ষা কম হওয়াটাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। মৃত্যু যাকে তার অজান্তে খুঁজে ফিরে, সে কেবল ভয় পাওয়ারই উপযুক্ত।'[১৭৪]

সুতরাং হে ভাই, ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হোয়ো না, যতক্ষণ না পূর্ণরূপে জানতে পারো, কোথায় তোমার ঘর, কোথায় তোমার ঠিকানা। যেসব ইবাদত ছুটে গেছে, কাজা করে নাও। যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা বাকি আছে করে নাও।

---

১৭৪. মাওয়ারিদুজ জামআন : ২/২৬।

কারণ, কোনোরূপ পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তোমার মৃত্যু এসে যাবে। তখন আর সময় পাবে না।[১৭৫]

দুনিয়ার তুচ্ছ ও নগণ্য বিষয়ের পেছনে আমাদের দৌড়ঝাঁপ দেখে জনৈক দার্শনিক আশ্চর্য প্রকাশ করে বলেন, 'ওই লোকের প্রতি আমার খুব আশ্চর্য হয়, যে সম্পদ ক্ষয় হলে পেরেশান হয়; কিন্তু জীবন ক্ষয়ের ব্যাপারে তার কোনো পেরেশানি নেই। ওই লোকের প্রতিও আমার আশ্চর্য হয়, যে দুনিয়া পেরিয়ে আখিরাতের দিকে যাত্রা করছে; কিন্তু সে পেছনের দুনিয়া নিয়ে পড়ে আছে—আখিরাতের প্রতি তার কোনো খেয়ালই নেই।'[১৭৬]

এ সম্পর্কে উমর বিন খাত্তাব ﷺ খুব দারুণ একটি উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর অধিক ধৈর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না। এমন বোকামি কোরো না কোনোদিন। তুমি আল্লাহর এই আয়াত নিশ্চয় শুনে থাকবে :

﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

"অতঃপর যখন আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে।"'[১৭৭]

---

১৭৫. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১১ পৃ.।

১৭৬. আল-আকিবাহ : ৯০ পৃ.।

১৭৭. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৫৫।

হাসান ﷺ তার হৃদয়জাগানিয়া ওয়াজে বলতেন, 'আখিরাতের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি নাও। কারণ জীবন কয়েকটি নিশ্বাসের সমষ্টি মাত্র। এই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলেই তোমাদের আমলের সময় শেষ, যে আমলের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে। আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে নিজের নফসের দিকে লক্ষ রাখে এবং গুনাহের সংখ্যা ও পরিমাণ নিয়ে কান্নাকাটি করে।'[১৭৮]

فقل للذي قد غره طول عمره

وما قد حواه من زخارف تخدع

أفق وانظر الدنيا بعين بصيرة

تجد ما فيها ودائع ترجع

'বলো তাকে, যে দীর্ঘ জীবন এবং তার চাকচিক্যে প্রবঞ্চনার শিকার। সজাগ হও, দুনিয়াকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখো। দেখবে, দুনিয়ার সবকিছুই আমানত, নির্ধারিত সময়ে সবই ফিরে যাবে মালিকের কাছে।'[১৭৯]

দীর্ঘ আশা আমাদের ধোঁকায় রেখেছে। একদিন ভালো হয়ে যাওয়ার কল্পনা আমাদের গাফিল করে রেখেছে। আমাদের যে কারও সাথে এমন হওয়া সম্ভব, হঠাৎ তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে আর সে বলবে, 'হে আমার রব, আমাকে

---

১৭৮. আল-ইহইয়া : ৪/৪৮৮।

১৭৯. ইরশাদুল ইবাদ : ৭০ পৃ.।

ফেরত পাঠান।' তিনি বলবেন, 'কেন ফিরে যেতে চাও?' সে বলবে, 'যাতে কিছু নেক আমল করে আসতে পারি।'

পক্ষান্তরে, আমাদের সালাফের অবস্থা ছিল আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সজাগ ও সচেতন হয়ে জীবন কাটাতেন। মৃত্যুর দিনের জন্য যা যা প্রয়োজন, সবই আগেভাগে প্রস্তুত রাখতেন। হাবিব আজমি ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি সকালে স্ত্রীকে বলতেন, 'আজ যদি আমি মরে যাই, তাহলে অমুক আমাকে গোসল দেবে এবং অমুক অমুক আমার খাটিয়া বহন করবে।'[১৮০]

ما الدهر إلا يقظة ونوم *** وليلة بينهما ويوم

يعيش قوم ويموت قوم *** والدهر قاض ما عليه لوم

'জাগরণ আর ঘুম, এ দুইয়ের মাঝে একটি রাত ও একটি দিন—এই তো সময়। এরই মাঝে বেঁচে থাকে একদল লোক, আর মরে যায় একদল লোক। সময় সবকিছুকে নিঃশেষ করে দেয়। তাকে দোষ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'[১৮১]

সাদ বিন মুআজ ﷺ বলেন, 'ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আমি যেকোনো নামাজ পড়েছি, সবকটিতে আমার নফস যেটি ভাবতে চেয়েছে, তার উল্টোটাই আমি ভেবেছি।

---

১৮০. সাইদুল খাতির : ২০৪ পৃ.।
১৮১. দিওয়ানুল ইমাম আলি : ১৭২ পৃ.।

যতবার জানাজার পেছনে আমি হেঁটেছি, প্রতিবারই আমি নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে চিন্তা করেছি। আর রাসুল ﷺ-কে যত কথা বলতে শুনেছি, সবগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি।'[১৮২]

জনৈক নেককার ব্যক্তি বলেন, 'আমি এক লোককে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।" আমি বললাম, "আপনার দৃষ্টিতে কোন আমল উত্তম?" তিনি উত্তর দিলেন, "তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা ও সংক্ষিপ্ত আশা।"'[১৮৩]

প্রিয় মুসলিম ভাই, সেই রবের ব্যাপারে গাফিল হোয়ো না, যিনি তোমার জীবনের জন্য সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রেখেছেন এবং তোমার দিন ও নিশ্বাসসমূহের জন্য নির্ধারিত সীমা তৈরি করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য সকলকে ছাড়া তোমার উপায় আছে; কিন্তু তিনি ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই।[১৮৪]

প্রতিদিন কারও না কারও মৃত্যুর সংবাদ আমরা শুনি। আমরা 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা-ফিকির করি। অতঃপর আবার সেই আগের গাফিলতি ও দীর্ঘ আশায়

---

১৮২. আল-ইহইয়া : ৩/৩২৬।

১৮৩. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৫০ পৃ.।

১৮৪. আল-ফাওয়ায়িদ : ১২৯ পৃ.।

ফিরে যাই। যেন মৃত্যুর ফেরেশতা আমাদের দরজার আশেপাশেও ঘেঁষবেন না; রুহ কবজ করা তো বহুত দূর কি বাত![১৮৫]

আব্দুল্লাহ বিন সালাবা ﷺ বলেন, 'তুমি হাসছ!? অথচ তোমার কাফনের কাপড় হয়তো বোনা হয়ে গেছে।'

উমর ﷺ-এর মুক্তোদানার মতো মূল্যবান দুয়েকটি কথা শোনো। তিনি বলেন, 'ধ্বংস তার জন্য, দুনিয়া যার ধ্যান-জ্ঞান, গুনাহ যার কর্ম। সে কোন মুখে আগামীকাল আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে? যে পরিমাণ তোমরা শস্য উৎপাদন করেছ, সে পরিমাণই তো ফসল কাটতে পারবে!'

আমল সুন্দর করার প্রতি মনোযোগী হও

মুহাম্মাদ বিন ইয়াজিদ ﷺ বলেন, 'এক ইদের দিন উহাইব বিন ওয়ারদ ﷺ নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষে লোকজন তার পাশ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তখন তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অতঃপর বললেন, "এই লোকগুলো যদি বিশ্বাস করে যে, তাদের ইদ কবুল হয়েছে, তাহলে তাদের উচিত সকল কর্ম ও ব্যস্ততা বাদ দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে ব্যাপৃত থাকা। আর যদি মনে করে যে, কবুল হয়নি, তাহলে আল্লাহর

---

১৮৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৮১।

ইবাদতে আরও বেশি মনোযোগী হওয়া জরুরি।” একটু পর আবার বললেন, “তোমরা আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা কোরো না; বরং আমলকে মজবুত ও সুন্দর করার চেষ্টা করো। কেননা, অনেক সময় এমন হয় যে, বান্দা নামাজ আদায় করছে; কিন্তু (নামাজ সুন্দর না হওয়ার কারণে) নামাজেই সে আল্লাহর নাফরমানি করছে। সে রোজা রেখেছে; কিন্তু (রোজা যথাযথ ও সুন্দর না হওয়ার কারণে) এর মাধ্যমে সে আল্লাহর নাফরমানি করছে।”’[১৮৬]

দীর্ঘ আশা লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদেরকে দুনিয়া নিয়ে মাতিয়ে রেখেছে এবং দুনিয়ার মোহে ফেলে আখিরাত থেকে উদাসীন করে রেখেছে। তাই এখন মানুষ শুধু দুনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত। সময়ের এক অংশে দুনিয়ার জন্য ঘামঝরা খাটুনি করে, দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তু অর্জনের জন্য কষ্ট সহ্য করে। আরেক অংশ আরাম ও বিশ্রামে ব্যয় করে। সেটাকেও হাসি-কৌতুক, খেলাধুলা কিংবা অবহেলায় নষ্ট করে ফেলে। ফলে আখিরাতের জন্য একটু চিন্তাভাবনা করার সময়টুকুও পায় না।

উহাইব রহ. বলেন, ‘একজন আলিমের মন কীভাবে সায় দেয় হাসি-আনন্দে সময় কাটিয়ে দিতে; অথচ সে জানে যে, এ কারণে কিয়ামতের দিন তার জন্য কঠিন ভয়াবহতা

---

১৮৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৫।

অপেক্ষা করে আছে?' এই বলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন।[১৮৭]

প্রিয় ভাই আমার, মাকহুল দিমাশকি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কেবল ভয় নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে, সে খারিজি; যে কেবল আশা নিয়ে ইবাদত করে, সে মুরজিয়া; যে কেবল প্রেম নিয়ে ইবাদত করে, সে জিন্দিক; আর যে ভয়, আশা ও প্রেম—সবকটি নিয়ে ইবাদত করে, সে-ই প্রকৃত তাওহিদবাদী।'[১৮৮]

শাইখ ইবনে সাদি ﷺ বলেন, বান্দার জন্য আবশ্যক হলো, সে আল্লাহর প্রতি একইসাথে ভয় ও আশা উভয়টি রাখবে। নিজের গুনাহ এবং আল্লাহর ইনসাফ ও কঠিন শাস্তির দিকে তাকিয়ে আল্লাহকে ভয় করবে। আবার তাঁর অসীম রহমত ও মাগফিরাতের প্রতি তাকিয়ে তাঁর প্রতি আশা রাখবে। ইবাদতের তাওফিকপ্রাপ্ত হলে তা কবুল করে নিয়ামত পরিপূর্ণ করার আশা রাখবে। পাশাপাশি নিজের পক্ষ থেকে কোনো দুর্বলতা ও কমতির কারণে উক্ত ইবাদত কবুল না হওয়ার ভয় করবে। কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করবে এবং তাওবা কবুল হওয়ার আশা রাখবে। পাশাপাশি দুর্বল তাওবার কারণে উক্ত গুনাহের কারণে শাস্তি পাওয়ার ভয় করবে। এভাবে সকল নিয়ামতের ক্ষেত্রে শুকরিয়া

---

১৮৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২২১।

১৮৮. আল-ইহইয়া : ৪/১৭৪।

আদায় করার বদৌলতে তা টিকে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার আশা রাখবে। পাশাপাশি যথাযথ শুকরিয়া না করার কারণে তা কমে যাওয়ার কিংবা একেবারে চলে যাওয়ার ভয় করবে। বিপদ ও মুসিবতের ক্ষেত্রে তা কেটে যাওয়ার আশা রাখবে। সাথে সাথে এ আশাও রাখবে যে, বিপদের ওপর সবর করার কারণে সাওয়াব প্রদান করা হবে। পাশাপাশি বিপদের সময় দুইটা বিপদ একত্রিত হওয়ার ভয় করবে : সবর না করার কারণে প্রত্যাশিত সাওয়াব থেকে মাহরুম হওয়া এবং অপ্রত্যাশিত ফলাফলের সম্মুখীন হওয়া।

সুতরাং তাওহিদবাদী মুসলিমের জন্য জীবনের প্রতিটি অংশে, প্রতিটি ক্ষেত্রে আশা ও ভয়ের মাঝে সমন্বয় করে থাকা বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া সফলতা এর মাঝেই নিহিত।'[১৮৯]

প্রিয় মুসলিম ভাই, আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়ে চির শান্তির জান্নাতে তাঁর প্রতিবেশিত্ব গ্রহণ করার সহজ ও কষ্টহীন একটি পন্থা জানিয়ে দিই তোমাকে। সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে সহজ এ পন্থা। তা হলো : তোমার জীবনকে দুইভাগে ভাগ করে নাও। অতীত ও ভবিষ্যৎ। অতীত জীবনকে তাওবা, লজ্জা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে ঠিক করে নাও। এটি করতে গিয়ে তোমাকে তেমন কোনো কষ্ট করতে হবে না। কঠিন কোনো আমল করারও প্রয়োজন নেই। এটা কলবের আমল, হৃদয়ের কর্ম। আর ভবিষ্যতে

---

১৮৯. আল-কাওলুস সাদিদ : ১১৯ পৃ.।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। বেঁচে থাকা বা পরিত্যাগ করা কোনো অঙ্গ দ্বারা করতে হয় এমন কোনো কাজ নয়, ফলে তার জন্য কষ্টও পেতে হয় না। এর জন্য তোমাকে কাজে লাগাতে হবে কেবল তোমার মনোবল ও ইচ্ছাশক্তিকে। কিন্তু শরীর ও মন উভয়টিই তার উপকার ভোগ করবে।

এভাবে তুমি অতীত জীবনকে তাওবার মাধ্যমে শুদ্ধ করে নেবে এবং ভবিষ্যতের জীবনকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে শুদ্ধ রাখবে। ফলস্বরূপ তুমি লাভ করবে মহাসাফল্য। তেমন কোনো কষ্ট ছাড়াই! তবে সিদ্ধান্তটি তোমাকে আজই নিতে হবে। অর্থাৎ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝামাঝি এই যে বর্তমান সময়টি আছে, তাকেই মূল্যায়ন করে অর্জন করে নিতে হবে এই মহাসাফল্য। যদি তুমি তা নষ্ট করে ফেলো, তবে এই বিরাট সফলতাও তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তার স্থলে জায়গা করে নেবে মহাব্যর্থতা।

সফলতা ও ব্যর্থতা, জান্নাত ও জাহান্নাম দুইটাই তোমার সামনে। আমার দেখানো পথে চলে তুমি চাইলে অর্জন করে নিতে পারো সফলতা ও জান্নাত। আবার তোমার মনের চাহিদা ও আসক্তির কথা মেনে এবং খেলাধুলায় মত্ত থেকে ব্যর্থতা ও জাহান্নামও অর্জন করে নিতে পারো। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম। তবে মনে রাখবে, মনের চাহিদা পূরণ ও অহেতুক খেলাধুলা থেকে সবর করে থাকার মাঝে যে কষ্ট আছে, তা সেই কষ্টের তুলনায় খুবই

নগণ্য, যা তোমাকে এসব থেকে সবর না করার কারণে সইতে হবে।[১৯০]

আল্লাহভীতির আলামত

এখানে এমন কিছু আলামত ও লক্ষণ তুলে ধরছি, যেগুলোর মাধ্যমে বান্দা নিজেকে চিনতে পারবে—সে কি আল্লাহভীরুদের অন্তর্ভুক্ত, না গাফিল ও উদাসীন লোকদের দলভুক্ত।

১. জিহ্বায় আল্লাহভীতি প্রকাশ পাওয়া। সে মিথ্যা, গিবত ও অহেতুক কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে এবং জিহ্বাকে আল্লাহর জিকির, তিলাওয়াতে কুরআন ও ইলমি আলোচনায় মশগুল রাখে।

২. অন্তরসম্পর্কিত বিষয়ের ব্যাপারে ভয় করা। তার অন্তর থেকে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি বিদায় নেয় এবং তাতে কল্যাণকামিতা ও মুসলিমদের প্রতি সহমর্মিতা জায়গা করে নেয়।

৩. পেটসম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া। সে হালাল ব্যতীত অন্য কোনো খাবার গ্রহণ করে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায় না।

---

১৯০. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৫১ পৃ.।

৪. দৃষ্টিসম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া। সে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না এবং আগ্রহের চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখে না। বরং শিক্ষা গ্রহণ করার দৃষ্টি নিয়ে দুনিয়াকে দেখে।

৫. পা-সম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া। সে গুনাহের জন্য পা বাড়ায় না।

৬. হাতসম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া। সে হারামের দিকে হাত প্রসারিত করে না। সে কেবল আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের দিকেই হাত বাড়ায়।

৭. ইবাদতের ব্যাপারে ভয় পাওয়া। সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে। কৃত্রিমতা ও কপটতা থেকে বিরত থাকে।

এই সব গুণ যার মাঝে পাওয়া যায়, সে ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾

'আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যই, যারা ভয় করে।'[১৯১]

১৯১. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৩৫।

যে চারটি বিষয়ে ভয় পাওয়া নেককারদের জন্য জরুরি

ফকিহ সমরকন্দি ﵀ বলেন, 'যারা নেক আমল করে, তাদের জন্য চারটি বিষয়কে ভয় পাওয়া জরুরি। সুতরাং যারা বদ আমল করে, তাদের জন্য ভয় পাওয়া কতটা জরুরি, তা সহজেই অনুমেয়।

১. কবুল না হওয়ার ভয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

'আল্লাহ মুত্তাকিদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন।'[১৯২]

২. রিয়া বা লোক-দেখানোর ভয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

'তাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে।'[১৯৩]

---

১৯২. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ২৭।
১৯৩. সুরা আল-বাইয়িনাহ, ৯৮ : ৫।

৩. নেক আমল কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখার ভয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾

'যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার দশগুণ পাবে।'[১৯৪]

এখানে নেক আমলকে আখিরাতে নিয়ে যাওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, শুধু নেক আমল করাই যথেষ্ট নয়; বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে। রিদ্দাহ, রিয়া ইত্যাদির কারণে যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে আমলের কোনো মূল্য নেই।

৪. ইবাদতে ব্যর্থ হওয়ার ভয়। কেননা, এ কথা জানা নেই যে, তাকে ইবাদতের তাওফিক দেওয়া হবে, কি হবে না। কারণ তাওফিক একমাত্র আল্লাহর হাতে।

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

'আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাই।'[১৯৫]-[১৯৬]

---

১৯৪. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৬০।

১৯৫. সুরা হুদ, ১১ : ৮৮।

১৯৬. আল-ইহইয়া : ৪/১৬।

পরিশিষ্ট

প্রিয় ভাই আমার, পরিশেষে আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দুআ করি, তিনি যেন আমাকে, তোমাকে, আমাদের পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবদের সবাইকে সেই কঠিন দিনে নিরাপত্তা দান করেন, যেদিনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾

'সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও বাবা থেকে এবং তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে। তাদের প্রত্যেকেরই এমন কঠিন অবস্থা হবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।'[১৯৭]

আর আমাদেরকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, যাদেরকে সেদিন ডেকে বলা হবে :

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾

'প্রবেশ করো জান্নাতে। তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না।'[১৯৮]

---

১৯৭. সুরা আবাসা, ৮০ : ৩৪-৩৭।

১৯৮. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৪৯।

তথ্যসূত্র

١- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي دار الكتب العلمية ط١، ١٤٠٦هـ.

٢- بستان العارفين للإمام أبي يحيي زكريا بن شرف النووي، حققه محمد الجار.

٣- تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية.

٤- تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، دار إحياء التراث العربي.

٥- تفسير ابن كثير، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، دار الفكر ١٤٠١هـ.

٦- جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، ط٥، ١٤٠٠هـ.

٧- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية ط١، ١٤٠٧هـ.

٨- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم، دار الكتاب العربي.

٩- رهبان الليل، سيد بن الحسين العفاني، مكتبة ابن تيمية ط١، ١٤٠٧هـ.

١٠- زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ١٤٠٢هـ.

١١- الزهد للإمام أحمد بن حنبل، دراسة وتحقيق محمد السعيد، دار الكتاب العربي ط١، ١٤٠٦هـ.

١٢- الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح، محمد بن محمد بن يوسف الجزري، تحقيق محمد بسيوني، دار الكتاب العربي ط١، ١٤٠٦هـ.

١٣- سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد، مؤسسة الرسالة ١٤٠١هـ.

١٤- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي.

١٥- صفة الصفوة لابن الجوزي، تحقيق محمود فاخوري، ومحمد رواس، دار المعرفة ١٤٠٥هـ.

١٦- صيد الخاطر لابن الجوزي، دار الكتاب العربي، ط٢، ١٤٠٧هـ.

١٧- طبقات الشافعية لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي

السبكي، تحقيق محمود محمد طناحي ورفيقه، دار إحياء الكتب العربية.

١٨- عقد اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان، إبراهيم بن عبيد.

١٩- الفوائد لابن القيم الجوزية، دار النفائس.

٢٠- كتاب الزهد الكبير للإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، حققه الشيخ عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية ط١، ١٤٠٨هـ.

٢١- مختصر قيام الليل، شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي، اختصرهما العلامة أحمد بن علي المقريزي.

٢٢- المدهش لأبي الفرج جمال الدين الجوزي، ضبطه وصححه د. مروان قباني، دار الكتب العلمية ط٢، ١٤٠٥هـ.

٢٣- مناقب الإمام أحمد للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ١٣٩٩هـ، مكتبة الخانجي.

‘আল্লাহর ভয় : নির্মল জীবনের পাথেয়।’ মূল আরবি নাম : (اللهم سلم)। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের জনপ্রিয় সিরিজ (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ)-এর একটি উপহার। সালাফের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থগুলোর আলোকে বইটিতে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে সোনালি যুগের সোনার মানুষদের ভয় ও আশার অনুপম দৃশ্য—তাদের ইমান ও আমলের আলো-ঝলমলে উপাখ্যান।

প্রিয় পাঠক, আশা করি এই বইটি আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে বিশুদ্ধ এক দৃষ্টিভঙ্গি দান করবে, যার মাধ্যমে আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনের সবগুলো কথা ও কাজকে বিচার করতে পারবেন—আপনি জান্নাতের পথে হাঁটছেন নাকি পথ ভুল করেছেন।...

আল্লাহর ভয় ও আশা একটি পাখির দুটি ডানার মতো। এই দুটি ডানার ওপর ভর করেই মুমিন উড়ে যায় জান্নাত পানে। তাই তো সালাফগণ বলতেন, 'ভয় ও আশা এই দুইয়ের মাঝেই ইমান।' প্রিয় পাঠক, 'আল্লাহর ভয় : নির্মল জীবনের পাথেয়।'—ছোট কলেবরের অনুপম এই পুস্তিকাটিতে উঠে এসেছে আল্লাহ ভয় ও আশার প্রকৃত মর্ম, ভয় ও আশার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত।...